* ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً﴾ [نوح:٢٨].

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো। (সূরা নূহ: ২৮)

* «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো। (সূরা বাকারা: ২০১)

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে আশ্রয় চাচ্ছি: জাহান্নামের ফিতনা থেকে, কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে, সম্পদশালী হওয়া ও অভাবগ্রস্থ হওয়ার ফিতনা থেকে।

হে আল্লাহ আমি তোমার সমীপে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার হৃদয়কে ঠান্ড পানি ও বরফ দ্বারা ধৌত করে দাও এবং আমার হৃদয়কে পাপ থেকে এমনভাবে পরিস্কার করে দাও, যেমন ভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিস্কার কর। হে আল্লাহ!

তুমি আমাকে ও আমার গোনাহের মাঝে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধানে রেখেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে অলসতা, গোনাহে লিপ্ত হওয়া ও ঋণ থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنَ الْعَجزِ وَالْكسل، وَالْجُبنِ وَالْهَرمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذ بِكَ: مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি: অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যে উপনীত হওয়া ও কৃপণতা থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি: কবরের আযাব ও জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذ بِكَ: مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে আশ্রয় চাচ্ছি: বিপদাপদ, দুর্ভাগ্যতা, এবং দুশমনের হাসি-ঠাট্টা থেকে।

* «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর কর যা আমার সকল কর্মের হেফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধিকর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি: হেদায়েত, তোমার ভীতি, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষী হওয়ার।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার সমীপে আশ্রয় চাচ্ছি: অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপনতা, বার্ধক্যে উপনীত হওয়া ও কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ তুমি আমার অন্তরকে তোমার ভীতি দান করো, এবং আমার অন্তরকে পবিত্র করে দাও তুমিই তো পবিত্রকারী এবং তুমিই তো তার পরিচালক সর্বোত্তম অভিভাবক।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি: এমন জ্ঞান থেকে যা কোন উপকারে আসে না, আর এমন অন্তর থেকে যা তোমার ভয়ে কাদে না। আর এমন অন্তর যা তুষ্টি হয় না। এমন প্রার্থনা থেকে যা গ্রহণ করা হয় না।

* «اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো ও তাতে প্রতিষ্ঠিত রাখো। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট হিদায়াত ও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার আবেদন করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আস্মিক প্রতিশোধ এবং যাবতীয় ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي، وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْ

عَمَلِي وَاغْفِرْ لِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও, এবং তুমি আমাকে যা দান করেছো তাতে বরকত দান কর, এবং তুমি আমার বয়স বৃদ্ধি করে তাতে তোমার অনুসরণ করার তাওফীক দান কর, এবং আমার আমলকে সুন্দর করো ও আমাকে ক্ষমা করে দাও।

* «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الله رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, যিনি মহান ধৈর্যশীল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই যিনি মহা আরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই যিনি আকাশসমূহ ও যমীন ও আরশের সম্মানিত অধিপতি।

* «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي

طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার দয়া কামনা করছি, তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্য নিজের উপর ন্যাস্ত করে দিও না, আমার প্রতিটি কাজ শুদ্ধ করে দাও তুমি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই।

* «لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْـتَ سُـبْحَانَكَ إِنِّـي كُنْـتُ مِـنَ الظَّالِمِينَ».

অর্থাৎ (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

* «اللَّهُمَّ إِنِّـي عَبْـدُكَ ابْـنُ عَبْـدِكَ ابْـنُ أَمَتِـكَ، نَاصِـيَتِي بِيَـدِكَ، مَـاضٍ فِـيَّ حُكْمُـكَ، عَـدْلٌ فِـيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُـلِّ اسْـمٍ هُـوَ لَـكَ، سَـمَّيْتَ بِـهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِـي كِتَابِـكَ، أَوْ عَلَّمْتَـهُ أَحَـداً مِـنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْـمِ الْغَيْـبِ عِنْـدَكَ: أَنْ

تجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حزني، وَذَهَابَ هَمِّي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ললাট তোমার হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদওলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা তোমার কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, আর তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তিময়, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা- ভাবনার অপসরণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী করে দাও।

* «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি অন্তরের পরিবর্তনকারী, তুমি আমাদের অন্তরগুলিকে তোমার অনুসরণে পরিবর্তন কর।

* «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি অন্তরের পরিবর্তনকারী, তুমি আমাদের অন্তরগুলিকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

র্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি

* «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিটি কাজের সুন্দর প্রতিফল দান করো, এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও

কবরের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

* «ربِّ أعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، إلَيْكَ مُخْبِتاً أوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي».

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সহযোগিতা করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না এবং আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না, তুমি আমার জন্য কৌশল অবলম্বন করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে কৌলশ অবলম্বন করার সুযোগ দিও না, আমাকে তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী, জিকিরকারী, তোমার দিকে অনুগামী তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও তাওবাকারী রূপে

গ্রহণ করে নাও। হে আল্লাহ! তুমি আমার তাওবাকে কবূল করে নাও, আমার গোনাহ ধুয়ে-মুছে ফেল, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে নাও, আমার দলীলকে সঠিক করে দাও, আমর হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালা করো, আমার জিহ্বাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা রাখো এবং আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে আমাকে স্বচ্ছ করো।

* «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذ بكَ: مِنْ شَرِّ سَمعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِن شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে আশ্রয় চাচ্ছি: কর্ণ, চোখ, ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে। আরো আশ্রয় চাচ্ছি: হৃদয়ের অনিষ্ট ও লিপ্সার অনিষ্ট থেকে।

* «اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু, ক্ষমা

করাকে ভালবাস, অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

* «اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ فِعْـلَ الْخَيْـرَاتِ وَتَـرْكَ الْمُنْكَـرَاتِ، وَحُـبَّ الْمَسَـاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِـرَ لِـي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُـونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُـبَّ مَـنْ يُحِبُّـكَ، وَحُـبَّ عَمَـلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে ভাল কার্মগুলি সমাধা করার ও মন্দ কর্মগুলি থেকে বিরত থাকার ও অভাবীর ভালবাসা প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট কামনা করি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিবে ও আমার উপর দয়া করবে, কোন জাতিকে যদি ফিতনায় ফেলতে চাও তবে আমাকে সে ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে আমার মৃত্যু দান কর। আমি তোমার ভালবাসা প্রার্থনা করছি এবং তোমাকে যারা ভালাবাসে তাদের ভালাবাসা আর সেই আমলের ভালবাসা কামনা করি যা আমাকে তোমার

ভালবাসার নিকটতম করে দিবে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْـأَلُكَ مِـنَ الْخَيْـرِ كُلِّـهِ عَاجِلِـهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَمَا عَلِمْـتُ مِنْـهُ، وَمَـا لَـمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَـا سَأَلَكَ عَبْـدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ مَـا اسْـتَعَاذَ مِنْـهُ عَبْـدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِـنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَـا قَـرَّبَ إِلَيْهَـا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَـلٍ، وَأَسْـأَلُكَ أَنْ تَجْعَـلَ كُـلَّ قَضَـاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে নিকটতম ও দূরতম তন্মধ্যে আমি যা জানি আর যা জানি না, সমস্ত কল্যাণ কামনি করি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি নিকটতম ও দূরতম প্রতিটি মন্দ বস্তু হতে, যা আমি জানি বা যা আমি জানি না।

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছিঃ ঐ বস্তুগুলি যা তোমার সর্বোত্তম বান্দা ও নাবী প্রার্থনা করেছেন। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছিঃ ঐ বস্তুগুলি হতে যেগুলি থেকে তোমার সর্বোত্তম বান্দা ও নাবী আশ্রায় চেয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং সে কথা ও কাজের তাওফীক কামনা করছি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছিঃ জাহান্নাম থেকে ও সে সকল কথা ও কাজ হতে যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে তা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আরো আরজ করছি যে, তুমি আমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছো তা যেন সব মঙ্গলময় হয়।

* «اللَّهُمَّ احفَظْنِي بالإِسْلاَمِ قَائِماً، وَاحفَظْنِي بالإِسْلاَمِ قَاعِداً، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ رَاقِداً، وَلاَ تشْمِتْ بِي عَدُوّاً وَلاَ حَاسِداً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি দাড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শুয়া অবস্থায় আমাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠা রাখো এবং শত্রুর হাসি-ঠাট্টা ও হিংসুকের হিংসা থেকে আমাকে রক্ষা করো।

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে সকল প্রকার উত্তম বস্তু প্রার্থনা করছি যার ভান্ডার তোমার হাতে রয়েছে, আর আমি ঐ সকল মন্দ বস্তু হতেও তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যার ভান্ডার তোমার হাতে রয়েছে।

* «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَبِأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ

لاَ يَرْحَمُنَا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরক তোমার সেই ভীতি দান করো, যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মাঝে বাধা হবে, এবং আমাদেরকে তোমার অনুরূপ অনুসরণ করার তাওফীক দান করো যা আমাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দিবে, এবং আমাদেরকে এমন ইয়াকিন দান করো যা এ ধরার দুঃখ-ক্লেশকে লাঘব করে দিবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যত দিন বাচিয়ে রাখবে ততদিন স্বীয় কর্ণ, স্বীয় চক্ষু ও শক্তিকে কাজে লাগাবার তাওফীক দান করো, এবং তা আমাদের উত্তরাধিকার করে দাও।

হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপর অত্যাচারী তাদের কাছে থেকে আমাদের অধিকার আদায় করে দাও এবং আমাদের শত্রুদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করো, আর আমাদের দুর্দশাকে আমাদের দ্বীনের দিকে গড়িয়ে দিও না, আর পার্থিব্য লিপ্সা ও জ্ঞানের পরিধিকে আমাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত করে দিও না। আমাদের উপর এমন কাউকে চাপিয়ে দিও না যারা

আমাদেরকে দয়া করবে না।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنَ الْجُبنِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنَ الْبُخلِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمرِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبرِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: কাপুরুষতা হতে, আরো আশ্রয় চাই: কৃপনতা হতে,:তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই: বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আমি তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই: দুনিয়া ও কবরের ফিতনা হতে।

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزلِي وَجِدِّي، وَخَطَئِي وَعَمَدِي، وَكُلُّ ذلِكَ عِنْدِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ, মূর্খতা ও কাজে বাড়াবাড়ি ক্ষমা করে দাও, আর আমার ঐ ভুলগুলিকেও ক্ষমা করে দাও, যেগুলি সম্পর্কে তুমি

আমার চেয়ে বেশী অবগত। হে আল্লাহ! যে পাপগুলি আমি অবহেলায় ও যা আমি স্বীয় প্রচেষ্টায় করেছি তা সবই তুমি ক্ষমা করে দাও। আর সে পাপগুলিকেও ক্ষমা করে দাও যা আমি ভুলে করেছি ও যা আমি ইচ্ছায় করেছি, আর সবই আমার পক্ষ হতেই।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী জুলুম করেছি, আর তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম করো, তুমি তো ক্ষমাকারী দয়ালু।

* «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ

الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্ম সমর্পন করেছি ও তোমার উপরই ঈমান আনায়ন করেছি ও তোমার উপর ভরসা করেছি ও তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তণ করছি এবং তোমার উদ্দেশ্যেই ঝগড়া করছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের দোহাই দিয়ে তোমার সমীপে আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই তুমি আমাকে পথ ভ্রষ্ট করিও না। তুমি চিরঞ্জীব তুমি কখনো মৃত্যু বরণ করবে না, আর মানব দানব সবাই মৃত্যু বরণ করবে।

* «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে তোমার দয়া পাওয়ার সকল উপকরণ কামনা করছি এবং তোমার ক্ষমা পাওয়ার সকল পন্থগুলিও কামনা করছি, সকল

প্রকার পাপ হতে নিরাপত্তা কামনা করছি ও ভাল কাজের সুফল কামনা করছি, জান্নাতের সফলতা ও জাহান্নাম হতে নাজাত কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ».

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই: ঐ সকল অনিষ্ট হতে যা আমি জানি এবং ঐ সকল অনিষ্ট হতে যা আমি জানি না।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي، وَانْقِطَاعِ عُمْرِي».

হে আল্লাহ! তুমি আমার বার্ধক্যাবস্থায় ও জীবনের শেষ মূহুর্তে আমার রিজিককে বাড়িয়ে দাও।

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي».

হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে ক্ষমা কর দাও ও আমার আবাসকে প্রশস্ত করে দাও ও আমার রুজীতে

বরকত দান করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّه لا يَمْلِكُهَا إِلا أَنْتَ».

হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া ও রহমত কামনা করছি, কেননা এগুলির অধিকারী তুমি ব্যতীত কেউ নয়।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنَ التَّرَدِّي، وَالْهَدمِ، وَالْغَرقِ، وَالْحَرقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيْغاً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: উপর থেকে পড়ে যাওয়া, ধসে পড়া, ডুবে যাওয়া ও পুড়ে যাওয়া থেকে। আর মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে আক্রমন করবে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর তোমার রাস্তায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মৃত্যু বরণ করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর

শাপ-বিচ্ছু বা এরকম কোন কিছুর কামড়ে মৃত্যু হওয়া থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنَ الْعَجزِ، وَالْكَسلِ، وَالْجُبنِ، وَالْبُخلِ، وَالْهَرمِ، وَالْكُفْرِ، وَالْفُسُوق، وَالشِّقَاق، وَالنِّفَاق، وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنَ الصَّممِ، وَالْبكمِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرصِ وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপনতা, অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া, কুফরী, ফাসেকী, অবাধ্যতা, নিফাক, আত্ম প্রকাশের জন্য আমল করা, লোক দেখানে আমল করা থেকে।

আরো আশ্রয় চাই: বধিরতা, মুক বা বোবা, পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ, ধবল কুষ্ঠ ও অন্যান্য খারাপ রোগ থেকে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنَ الفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْأُظْلَمَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব, স্বল্পতা ও অপমান থেকে আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই: কাউকে অত্যাচার করা ও অন্য কারো দ্বারা অত্যাচারীত হওয়া থেকে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، أَعُوذ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَع».

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: এমন হৃদয় থেকে যা তোমার ভয়ে কাঁদে না, আর দোয়া থেকে যা গ্রহণ করা হয় না। এমন অন্তর যা তৃপ্ত হয় না, এমন জ্ঞান যদ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। আমি আশ্রয় চাই: এই চার বস্তু থেকে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাল দিবস ও কাল রাত্রি, খারাপ সময় ও খারাপ সাথী, আবাসস্থলে খারাপ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ» (ثلاث مرات).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (তিন বার পাঠ করবে।)

* «اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কারো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি জেনে বুঝে তোমার সাথে অংশীদান স্থাপন করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আর অজানা সত্ত্বে যা হয়ে গেছে তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কামনা করছি উপকারী জ্ঞান, উত্তম জীবিকা ও গ্রহণীয় আমল।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে কামনা করি উপকারী জ্ঞান ও তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যদ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ নিশ্চয়ই তুমি তো একমাত্র একক অমুখাপেক্ষী আল্লাহ তায়ালা, যিনি কাউকে জন্ম দেননি

বা যাঁকে জন্মও দেয়া হয়নি, যার সমতুল্য আর কেউ নেই। অতএব, তুমি আমার গুনাহগুলিকে ক্ষমা করে দিবে কেননা তুমি মহা দয়ালু ও ক্ষমাকারী।

* «اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি জন্ম দেননি বা তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। যার সমতুল্য আর কেউ নেই, তুমিই প্রথম তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই জাহের তোমার উর্ধে কিছু নেই এবং তুমিই বাতেন তোমার নিম্নে কিছু নেই, তুমি সামনেকারী আর তুমি পিছেকারী তুমিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, তুমি একক তোমার কোন অংশীদার নেই, হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! মহা সম্মানে অধিকারী! হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! আমি তোমার সমীপে জান্নাত কামনা করছি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

* «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ».

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, ও আমার তাওবা কবূল করো, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবূলকারী ক্ষমাকারী।

* «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ،

أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার ইলমে গায়েব, সৃষ্টি জীবের উপর তোমার একচ্ছত্র ক্ষমতার দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি, যত দিন আমার বেঁচে থাকা আমার জন্য ভাল মনে করো ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখো, আর যখন আমার মৃত্যু হওয়াটাই ভাল মনে করো তখনই আমাকে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমি গোপনে

তোমার ভীতি কামনা করছি, ও জীবন যাত্রায় মাধ্যম অবস্থা কামনা করছি। আরো কামনা করছি এমন নিয়ামতের যা নিঃশেষ হয় না। আরো কমনা করছি চক্ষু শীতলকারী বস্তু যা শেষ হবার নয়। আরো কামনা করছি, তোমার কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপর যেন সন্তুষ্ট থাকি, তোমার কাছে আরো কামনা করছি মৃত্যুর পর উত্তম জীবন, তোমার নিকট আরো কামনা করছি: তোমার চেহারা দেখার, কোন বাধা-বিপত্তি, ক্ষতি ও বিভ্রান্তকারী ফিতনা ছাড়াই তোমার সাক্ষাত। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করো এবং আমাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শিত ও হেদায়েত প্রাপ্ত বানাও।

* «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ ও ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র করো। হে আল্লাহ! তুমি

আমাকে তা থেকে এমন ভাবে পরিস্কার করো যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বরফ দ্বারা, ঠান্ডা পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করো।

* «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

অর্থাৎ হে জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফালের প্রতিপালক আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের গরম থেকে ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।

* «اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সরল পথের দিশা দাও এবং আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।

* «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন অবতরণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারন করে আছো।

হে আল্লাহ! তুমি প্রথম তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই

জাহের তোমার উর্ধে কিছু নেই এবং তুমিই বাতেন তোমার নিম্নে কিছু নেই। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দাও সচ্ছল (অভাব মুক্ত) করে দাও।

* «اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا وَأَتِمِمْهَا عَلَيْنَا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের হৃদয়গুলিকে এক করে দাও, আমাদের পরস্পরের মাঝের সমস্যাগুলিকে সামাধা করে দাও এবং আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করো, আর আমাদেরকে অন্ধকার থেকে

পরিত্রান দিয়ে আলোর পথ দেখাও, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লিল কার্যাদী থেকে আমাদেরকে বাচাও এবং তুমি আমাদের কর্ণে, আমাদের চোখে, আমাদের হৃদয়ে, আমাদের স্ত্রী ও পরিবারে বরকত দান করো। আর তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাকারী দয়ালু, আমাদেরকে তোমার নিয়ামতসমূহের শুকর করার তাওফীক দান করো এবং সে নেয়ামতের উপর তোমার প্রশংসা করারও তাওফীক দান করো এবং তোমার নিয়ামত আমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দাও।

* «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَدْوَاءِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে অসৎ আচরণ, অসৎ প্রবৃত্তি, অসৎ আমল ও খারপ রোগ হতে বাঁচাও।

* «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজভাবে হিসাব নিও।

* «اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার জিকির করতে, তোমার শুকরিয়া আদায়া করতে ও উত্তম ভাবে তোমার ইবাদত করার জন্য সাহায্য সহায়তা করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَاناً لاَ يرْتَدّ، وَنَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে এমন ঈমান দান করো যা কখনো মুর্তাদ হবে না, এমন নিয়ামত দান করে যা শেষ হবে না, এবং চিরস্থায়ী উচ্চ জান্নাতে আমাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথী করো।

* «اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي، اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় হৃদয়ের অনিষ্ট হতে

বাঁচাও এবং সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকার সৃদৃঢ় প্রত্যয় দান করো। আমি যে পাপগুলি গোপনে ও প্রকাশ্যে, ভুল বশত ও ইচ্ছাকৃত ভাবে করেছি আর যা আমার জানা আছে আর যা আমার জানা নেই তা সবই তুমি ক্ষমা করে দাও।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلْبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ঋণ ও শত্রুর কবল এবং দুশমনের হাসি-ঠাট্টা থেকে রক্ষা চাচ্ছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ» (ثلاث مرات).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (তিন বার পাঠ করবে।)

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো ও হিদায়াত দান করো ও আমাকে রিজিক দান করো ও আমাকে নিরপত্তা দান করো। আর কিয়ামত দিবসে সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

* «اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ بِثَأْرِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার স্বীয় কর্ণ ও স্বীয় চক্ষুরা সদ্ব্যবহারের তাওফীক দান করো, এবং এগুলিকে আমার উত্তরাধিকার করে দাও।

হে আল্লাহ! যারা আমার উপর অত্যাচার করবে তাদের উপর আমাকে সাহায্য করো ও তাদের নিকট থেকে আমার অধিকার আদায় করে দাও।

* «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ

وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই। তুমিই অপরিসীম নেয়ামত দাতা আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টিকারী হে মহা সম্মানী চিরঞ্জীব অমর! হে সর্ব স্বত্তার পালনকর্তা।

* «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, তুমিই আকাশসমূহ ও জমিন ও উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে

সকল বস্তুর সুচারুরূপে প্রতিপালনকারী। তোমারই সকল প্রশংসা, তোমারই একচ্ছত্র মালিকানা আকাশসমূহ ও জমিন ও উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকল বস্তুর। তোমরাই সকল প্রশংসা, তুমিই আকাশসমূহ ও জমিন ও উভয়ের মাঝের সকল কিছুর নূর। তোমরই সকল প্রশংসা, তুমিই আকাশসমূহকে আলোকিতকারী ও জমিনের একমাত্র অধিকারী। তোমরাই প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার অঙ্গিকার সত্য, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তোমার নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নাবী এবং কিয়ামতও সত্য।

* «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে আত্ম সমর্পন করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করি, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তণ করেছি, তোমার জন্যই ঝগড়াই লিপ্ত হই, তোমার বিধানানুযায়ী ফয়সালা করি, অতএব, আমি যা পূর্বাপর সকল পাপ যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি সবই ক্ষমা করে দাও। আগে ও পিছেকারী তুমিই, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ ব্যতীত অসৎ কাজ থেকে বেচে থাকার এবং সৎ কাজ সামাধা করার কারো ক্ষমতা নেই।

* «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তুমি যাদেরকে

নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করেছো, আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দান করেছো তাতে বরকত দান করো, তুমি যে অমঙ্গল নির্ধারণ করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো, কেননা তুমি তো নির্ধারক, তোমার উপর কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। তুমি যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো, সে কখনো অপমানিত হবে না আর তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় সুমহান।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে ঐ মঙ্গল কামনা করছি যা তোমার বান্দা ও নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সৎ বান্দাগণ

কামনা করেছে। আমি তোমার নিকট ঐ অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাচ্ছি: যা তোমার বান্দা ও নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও সৎ বান্দাগণ আশ্রয় চেয়েছিল।

* «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে নিয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

* «اللَّهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ الأَشْرَارِ وَكَيْدَ الْفُجَّارِ، وَشَرَّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে মহা পরাক্রমশালী ক্ষমাকারী! তুমি আমাকে অনিষ্টকারীর অনিষ্ট ও অসৎ ব্যক্তিদের ফন্দি থেকে রক্ষা করো, এবং প্রত্যেক মন্দ আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষ করো ও উত্তম আগন্তুকের মঙ্গল আমাকে প্রদান করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার কর্ণে, আমারে চোখে, আমার শরীরে ও আমার আদর্শে, আমার পরিবারে, আমার সার্বিক জীবনে, আমার কর্মে বরকত দান করো ও আমার

উত্তম কাজগুলিকে গ্রহণ করে নাও। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجُلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে নাও, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য গুনাহ এবং গোপন গুনাহ।

* «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللهم لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلاَ هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لا يَحُولُ وَلا يَزُولُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ

الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ» (آمِين).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি যা উন্মুক্ত কর, তা কেউ বন্ধকারী নেই আর যা তুমি বন্ধ কর তার উন্মুক্তকারী নেই। আর তুমি যাকে হিদায়াত দিয়েছো তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তুমি যাকে পথ হারা করেছো তাকে কেউ পথের দিশা দিতে পারে না। তুমি যা বারণ করে

রেখেছো তা কেউ দিতে পারে না। আর তুমি যা দিয়েছো তা কেউ নিষেধ করতে পারে না। তুমি যাকে দূরে রেখেছো, তাকে কেউ নিকটবর্তী করতে পারে না। আর তুমি যাকে নিকটে রেখেছো তাকে কেউ দূর করতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি তোমার প্রচুর বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও রিজিক আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার স্থায়ী নিয়ামত প্রার্থনা করছি, যা কখনো শেষ বা পরিবর্তন হবে না। হে আল্লাহ! আমি অভাবপূর্ণ দিনগুলিতে তোমার নিয়ামত কামনা করছি এবং ভয়ের দিনে তোমার নিকট নিরাপত্তা কামনা করিছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যা দান করেছো ও যা দান করোনি তার মধ্যকার সকল অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের ভালবাসা দান করো ও তা আমাদের অন্তরে সজ্জিত করে দাও এবং তুমি কুফুরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতাকে আমাদের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করে দিয়ে আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের দলভুক্ত করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে বেচে রেখো ও মুসলিম

হিসেবে মৃত্যু দান করো এবং লাঞ্ছনা ও ফেতনায় না ফেলে সৎ ব্যক্তিদের দলভুক্ত করো। হে আল্লাহ! তুমি কাফেরদেকে ধ্বংস করে দাও যারা তোমার রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও তোমার পথে বাধা দান করে। আর তাদের উপর তোমার শাস্তি ও আযাব পতিত কর। হে আল্লাহ! তুমি ঐ সকল কাফেরদেরকেও ধ্বংস করো যাদেরকে সত্য উপাস্যের পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছে। (আমীন)

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো, সরল পথ দেখাও, নিরাপদে রাখো, জীবিকা দান করো, ও আমার জন্য পূর্ণ করে দাও, আমার সম্মানকে বৃদ্ধি করো।

* «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقِصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের (নেয়ামত) বৃদ্ধি করে দাও, স্বল্প করে দিয়ো না, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, আমাদের দান করো, বঞ্চিত করো না, আমাদেরকে প্রভাবশালী করো আমাদের উপর কাউকে প্রভাবশালী করো না, আর তুমি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করো ও তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকো।

* «اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি যেমনভাবে আমার সৃষ্টিগত দিক সুন্দর করেছো, তেমনি আমার আদর্শকেও সুন্দর করে দাও।

* «اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي، وَاجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيّاً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং আমাকে হেদায়াতকারী, হেদায়েত প্রাপ্ত বানাও।

* «اللَّهُمَّ آتِنِي الْحِكْمَةَ الَّتِي مَنْ أُوتِيَهَا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সেই হিকমত দান করো, যা কাউকে দান করলে তাকে অসংখ্য মঙ্গল দান করা হয়।

* «بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

অর্থাৎ আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না, এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

* «بِسْمِ اللهِ ذِي الشَّانِ، عَظِيمِ السُّلْطَانِ، شَدِيدِ الْبُرْهَانِ، قَوِيِّ الأَرْكَانِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ؛ إِنْسٍ وَجَانٍّ» [ثلاثًا].

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি মহা মর্যাদার অধিকারী, মহান একচ্ছত্র বাদশা, যুক্ত-প্রমাণে কঠোর, মহা শক্তির উৎস আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয়। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষরূপী ও জিনরূপী শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। (তিনবার পাঠ করবে।)

* «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» [ثلاثًا].

অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায়, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিনবার পাঠ করবে।)

* «أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ».

অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে আশ্রয় চাই, যার চেয়ে মহান আর কোন কিছুই নেই, এবং আল্লাহ তায়ালা সেই পরিপূর্ণ কালেমার দোহায় দিয়ে আশ্রয় চাই, সৎ ও অসৎ কেউ যেগুলি অতিক্রম করতে পারে না এবং আল্লাহর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে

আশ্রয় চাই যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আকাশ থেকে যে অনিষ্টগুলি অবতরণ করে ও আকাশে যে অনিষ্টগুলি উর্ধাগমন করে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, জমিনে যে অনিষ্টগুলি প্রবেশ ও তা থেকে যে অনিষ্টগুলি বের হয় তা থেকে আশ্রয় চাই, আর হে দয়াবান! রাত্রিকালে প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই তবে উত্তম আগন্তুকের মঙ্গল আমি কামনা করি।

* «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ».

অর্থাৎ আমরা প্রভাত করলাম এবং সমগ্র জগতের একক আল্লাহর জন্য সমস্ত অধিপত্ত সাব্যস্ত পরাক্রমশালী এবং সেই আল্লাহরই সকল প্রশংসা।

* «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই সকল প্রশংসা, তিনি

সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (বুখারী ও মুসলিম)

* «رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ».

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি আজ ও পরের দিনগুলির সকল মঙ্গল কামনা করছি।

* «رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা, অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া, বার্ধক্যের অমঙ্গল, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।

* «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

অর্থাৎ আমরা এবং সমগ্র জগত সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (আরাধনার ও আনুগত্যের) সকালে উপনীত হয়েছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ

وَنَصْرَهُ، وَنُوْرَهُ، وَبَرْكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ: مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে আজকের দিনের মঙ্গল কামনা করছি: আজকের দিনের বিজয়, সাহায্য, জ্যোতি, বরকত ও হিদায়াত কামনা করছি এবং তোমার নিকট আজকের দিনের ও পরের দিনগুলির অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ لا شَرِيكَ لَهُ، لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ النُّشُورُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি ও তোমার নামেই আমরা সন্ধা করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমার দিকেই পূণরুত্থান।

আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর জন্য

(আরাধনার ও আনুগত্যের) সকালে উপনীত হয়েছি। অতএব, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যার কোন অংশীদার নেই, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তাঁর নিকটেই আমাদের পুণরুত্থান।

* «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

অর্থাৎ হে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি, আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার অমঙ্গল হতে এবং শয়তানের অমঙ্গল ও শির্ক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ» [ثلاثًا].

অর্থাৎ হে আল্লাহ! (তোমার অনুগ্রহে) সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশ বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেস্তাদের ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমার বান্দাহ ও রাসূল। (তিনবার পাঠ করবে)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي: دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া, আখেরাত, পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে, ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي: وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِن فَوْقِي، وَأَعُوذ بعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ-ত্রুটি সমূহ ঢেকে রাখ, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাদের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উর্ধদেশের গযব হতে। তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নেদেশ হতে আগত বিপদ হতে তথা মাটি ধ্বসে আকিস্মিক মৃত্যু হতে।

* «رَضِيتُ باللهِ رَبّاً، وَبالإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّاً وَرَسُوْلاً».

অর্থাৎ আমি আল্লাহকে প্রভূ হিসেবে, এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নাবী রূপে ও ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট।

* «اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার সাথে যা কিছু নেয়ামত বা তোমার সৃষ্টির কেউ নেয়ামত প্রাপ্তাবস্থায় আমার সাথে সকালে উপনীত হয়েছে, এসব নেয়ামত তোমার নিকট হতে। তোমার কোন শরীক নেই সকল প্রশংসা ও সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা তোমরাই নিমিত্তে।

* «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» [ثلاثًا].

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার শরীরে, আমার কর্ণে, আমার চোখে সুস্থতা দান করো, তুমি ব্যতীত সত্য

কোন উপাস্য নেই। (তিন বার পাঠ করবে।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» [ثلاثًا].

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফুরী, অভাব ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাই, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। (তিরবার পাঠ করবে।)

* «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا».

অর্থাৎ আমি আল্লাহর পবিত্রত বর্ণনা ও তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। সকল শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ, তিনি যা চান তাই হয়, আর তিনি যা চান না তা কখনো হয় না। আমি জানি আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সকল কিছু পরিব্যপ্ত।

* «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، وَكَلِمَةِ

الإِخْلاص، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ».

অর্থাৎ (আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামী তরীকায় ও ইখলাসের উপর, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইব্রাহীম (عليه السلام) এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

* «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ».

অর্থাৎ হে চিরঞ্জিব, সর্ব সত্তার প্রতিপালক আকাশমন্ডলী ও জমিনের সৃষ্টিকারী! হে মহা সম্মানের অধিকারী! তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তোমার রহমতের অসীলায় তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা

করছি, তুমি আমার সর্ব অবস্থাকে শুদ্ধ করে দাও, এবং এক মুহূর্তের জন্য আমাকে আমার নিজের উপর সোঁপে দিও না।

* «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার অমঙ্গল থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে নিয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

* «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ، وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ الْمَلِكُ لا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ الَّذِي لاَ نِدَّ لَكَ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهُكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلاَّ بِإِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصَى إِلاَّ بِعِلْمِكَ، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ، أَقْرَبُ شَهِيدٍ وَأَدْنَى حَفِيظٍ، حُلْتَ دُونَ النُّفُوسِ وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي، وَكَتَبْتَ الآثَارَ وَنَسَخْتَ الآجَالَ، الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةٌ، الْحَلاَلُ مَا أَحْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالدِّينُ مَا شَرَعْتَ، وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَأَنْتَ اللهُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، أَنْ تَقْبَلَنِي فِي هَذِهِ الْغَدَاوَةِ

وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! জিকির পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র তুমিই, ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত তুমিই, সাহায্য প্রার্থীকে একমাত্র তুমিই সাহায্য করে থাকো প্রভাবশালীদের মাঝে তুমিই সবচেয়ে দয়াবান, প্রার্থীর প্রার্থনায় তুমি মহান দাতা, দানকারীদের মাঝে তুমি সর্বোত্তম দানকারী, তুমিই মহান বাদশাহ তোমার কোন অংশীদান নেই, তুমি একক যার কোন সাথী- পরিবার নেই, তুমি ব্যতীত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, তোমার অনুমতি ব্যতীত অনুসরণ কখানোই বৈধ না, তোমার অবাধ্যতা হলে তা কখনো তোমার জ্ঞানের বহির্ভুত না, তোমার অনুসরণ করা হলে, তুমি তার প্রতিফল দান করো, তোমার অবাধ্য হলে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সর্ব নিকটতম, অতিসুক্ষ্ম সংরক্ষক, অন্তরের অন্তস্থলের খবরও তুমি রাখ, তুমি শক্তভাবে ধারণ কর, বিগত সকল কিছু লিপিবদ্ধ করেছ ও আয়ুসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছ, তোমার নিকট গোপন প্রকাশ্যতুল্য। হালাল তাই যা তুমি হালাল করেছ ও

হারাম তাই যা তুমি হারাম করেছ। দ্বীন তাই যা তুমি শরীয়ত সম্মত করেছ, সমস্ত সৃষ্টি তো তোমারই সৃষ্টি। সমস্ত বান্দা তো তোমারই বান্দা। তুমি আল্লাহ পরম মেহেরবান দয়ালু। আমি তোমার নিকট তোমার ঐ চেহারার নূরের অসীলার প্রার্থনা করি যে নূরে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী আলোকময়, তুমি আমাকে এ শুভক্ষণে কবূল কর এবং তুমি তোমার ক্ষমতা বলে আমাকে জাহান্নাম হতে পরিত্রান দিবে।

* «حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ عَلَيْـهِ تَوَكَّلْـتُ وَهُـوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» [سبع مرات].

অর্থাৎ যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তাঁর উপরই ভরসা করছি, তিনিই মহা আরশের অধিপতি। (সাত বার পাঠ করবে।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُـوْذ بِـكَ: مِـنَ الْهَـمِّ وَالْحَـزَنِ، وَأَعُـوذُ بِـكَ: مِـنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ، وَمِـنَ الْبُخْـلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ: مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَال».

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপনতা এবং কাপুরুষতা থেকে, আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি: অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।

* «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَـةُ وَالْـخَلْقُ وَالأَمْرُ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يُضَحَّى فِيهِمَـا للهِ وَحْدَهُ».

অর্থাৎ আমরা এবং সমগ্র বিশ্ব জগত একমাত্র আল্লাহর জন্য (আরাধনার ও আনুগত্যের) সকালে উপনীত হয়েছি এবং বড়ত্ব, সম্মান, মর্যাদা সমস্তই আল্লাহর জন্য। সমস্ত সৃষ্টি ও বিধান, এবং দিবা-রাত্রি ও এতদ্বোয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মালিকানাধীন।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا الْيَوْمِ صَـلاَحًا، وَأَوْسَـطَهُ فَلاَحًا، وَآخِرَهُ نَجَاحًا، أَسْأَلُكَ خَيْرَي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَـا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আজকের দিনে প্রথমাংশে কল্যাণ,

মধ্য বেলায় বিজয় এবং শেষাংশে পরিত্রান দান করো। হে মহান দয়ালু! আমি তোমার সমীপে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا لاَ تَغْفِرُهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কামনা করছি তোমার কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপর যেন সন্তুষ্ট থাকি, তোমার কাছে আরো কামনা করছি: মৃত্যুর পর উত্তম জীবন, তোমার নিকট আরো কামনা করছি: তোমার সম্মানিত চেহারার প্রতি দৃষ্টির মজা, কোন বাধা-বিপত্তি ক্ষতি ও বিভ্রান্তকারী ফিতনা ছাড়াই তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ কামনা করছি। আমি আশ্রয় চাচ্ছি: কাউকে অত্যাচার করা বা কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে, কারো উপর বাড়াবাড়ি বা

জুলম করা বা কারো দ্বারা বাড়াবাড়ি বা জুলুমে পতিত হওয়া থেকে এবং এমন পাপ ও ভুল-ত্রুটি অর্জন করা থেকে যা তুমি ক্ষমা করবে না।

* «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا: أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، تَكِلْنِي إِلَى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَأَنِّي لاَ أَثِقُ إِلاَّ بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

অর্থাৎ হে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা মহা সম্মানি! আমি এ

পার্থিব জীবনে অঙ্গিকার করছি এবং এ ব্যাপারে তোমাকেই সাক্ষ্য হিসাবে মেনে নিচ্ছি, তোমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট:আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তুমি একক তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার বান্দা ও রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার অঙ্গিকার অবশ্যই সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে এটাও সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সংঘটিত হবেই এতে কোন সন্দেহ নেই, আর সকল কবরবাসীকে তুমি একত্রিক করবে। তুমি যদি আমার উপর, আমার দুর্বলতার উপর, আমার অপরাধ ও গোনাহর উপর ন্যাস্ত করে দাও, তবুও আমি তোমার দয়া ব্যতীত কোন কিছুর উপর ভরসা করি না। অতএব, তুমি আমার সকল পাপগুলিকে ক্ষমা করে দাও, আর তাওবাকে কবূল কর, তুমিই ক্ষমাকারী দয়ালু।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَعْمَالِ، وَالأَخْلاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম কার্যাদী সমাধা করার ও উত্তম আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করো, উত্তম কার্যাদী ও আদর্শের সুন্দর পন্থা তুমি ব্যতীত কেউ দেখাতে পারে না। আর তুমি আমাকে এগুলির অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো, এগুলির অমঙ্গল থেকে তুমি ব্যতীত কেউ রক্ষা করতে পারে না।

* «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে দাও ও আমার আবাসকে প্রশস্ত করে দাও ও আমার রুযীতে বরকত দান করো।

❊ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذ بِكَ: مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوق وَالشِّقَاق، وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذ بِكَ: مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُذَام وَسَيِّئِ الأَسْقَامُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয়া প্রার্থনা করি: কঠিন হৃদয়, উদাসীনতা, লঞ্ছনা, অভাব থেকে। আমি তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই: কুফুরী, ফাসেকী, অবাধ্যতা, আত্ম প্রকাশের জন্য আমল করা, লোক দেখানে আমল করা থেকে। আরো আশ্রয় চাই: বধিরতা, মুক বা বোবা, কুষ্ঠ রোগ ও অন্যান্য খারাপ রোগ থেকে।

❊ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذ بِكَ: مِنَ الْهَدَمِ وَالتَّرَدِّي، وَمِنَ الْغَرَق وَالْحَرَق وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمْعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: উপর থেকে পড়ে যাওয়া, ধসে পড়া, ডুবে যাওয়া ও পুড়ে যাওয়া ও অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে। আর মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে আক্রমন করবে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর সাপ-বিচ্ছু বা এরকম কোন কিছুর কামড়ে মৃত্যু হওয়া থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই: এমন আকাঙ্ক্ষা থেকে যার ফলে তোমার হিদায়েত থেকে বিমূখ হয়ে যাই।

❊ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং হিদায়াতের উপর থাকার মানসিকতা কামনা করছি। আমি আরো প্রার্থনা করছি: আমি যেন তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া

করতে পারি ও উত্তম পন্থায় তোমার ইবাদত করতে পারি। আমি তোমার নিকট সুস্থ হৃদয় ও সত্য যবান কামনা করছি। আমি আরো কামনা করছিঃ তুমি যে সম্পর্কে জ্ঞাত আছ ও আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তুমি যে অমঙ্গল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা তুমি জান তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমিই তো অদৃশ্যের সকল কিছুই জান।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ مِنْهَا غَيْرَ مَفْتُونٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কার্যাদী সমাধা করার ও খারাপ কার্যাদী থেকে বিরত থাকার, অভাবীকে ভালবাসার মানষিকতা কামনা করছি। আর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ও আমাকে দয়া করো, আর তুমি যদি তোমার বান্দাদেরকে ফিতনায় পতিত করতে চাও, তবে তুমি আমাকে তা থেকে বাচিয়ে

ফিতনায় পতিত না করে আমাকে মৃত্যু দিয়ে তোমার সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়ো।

* «اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা, তোমার ফেরেস্তাদের বালাবাসা, তোমার নাবীগণের ভালাবাসা ও সমস্ত সৃষ্টি জীবের ভালবাসা দান করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার নিজ, পরিবার, সম্পদ, সন্তানাদি ও পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশী ভালবাসা দান করো, তোমার ভালবাসার।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ لِقَائِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ অবধি মঙ্গল দান করো এবং আমার শেষ জীবনের আমালগুলিকে ভাল করো ও আমার অতিবাহিত দিনগুলির মধ্যে তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনটিকে বেশী উৎকৃষ্ট (আনন্দ দায়ক) করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً، وَمِيتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًّا غَيْرَ مَخْذُولٍ فَاضِحٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পবিত্র জীবনোপকরণ কামনা করছি, শান্তিতে মৃত্যু কামনা করছি, আর হাশরের মাঠে যেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত না হই তার প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا، وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الأَقْوَمَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্যধারী ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, আমার কাছে আমি যেন নগণ্য ও অপরের কাছে যেন মর্যাদার পাত্র হতে পারি। হে আমার

প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার উপর দয়া করো এবং আমাকে সরল ও সঠিক পথ দেখাও।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দোয়া, সফলতা, উত্তম প্রতিদান কামনা করি। কিয়ামতে আমার নেকীর পাল্লা ভারী করো আমাকে সুদৃঢ় করো ও আমার ঈমানে মযবুতী দান করো, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করো, আমার নামাযকে কবূল করো ও আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার সমীপে জান্নাতে উচ্চ স্থান কামনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ

وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক কল্যাণের দার উন্মোক্ত কামনা করি ও কল্যাণজনক পরিসমাপ্তি, কল্যাণের পরিপূর্ণতা তার শুরু ও শেষ এবং প্রকাশ্য কল্যাণ ও অপ্রকাশ্য কল্যাণ কামনা করছি, এবং তোমার সমীপে জান্নাতে সুউচ্চ মার্যাদাও কামনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: خَيْرَ مَا آتِي، وخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে যা দেয়া হয় তার মঙ্গল, আমি যা কার্যাদী সমাধা করি তাতে মঙ্গল, আমার কার্যাদীর যা প্রকাশ পায় ও যা গোপন থাকে তার প্রতিটিতেই মঙ্গল কামনা করছি। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি।

(আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্মান বৃদ্ধি করে দাও, আমার গুনাহ হাল্কা করে দাও, আমার অন্তর পবিত্র করে দাও, আমার লজ্জাস্থান হেফাযতে রাখো, আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي وَفِي خَلْقِي، وَفِي أَهْلِي وَفِي مَحْيَايَ وَفِي عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার কর্ণে, আমার চোখে, আমার আত্মায়,

আমার গঠনে, আমার পরিবারে, আমার সার্বিক জীবনে ও আমার কর্মে বরকত দান করো ও আমার ভাল কর্মগুলিকে কবূল করে নাও। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদেরকে দয়া করো ও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হও। তুমি আমাদের আমল গ্রহন করে নাও, এবং আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও এবং আমাদের জীবনের সকল দিক সংশোধন করে দাও।

* «اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ عَيْبًا إِلاَّ سَتَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ، وَلاَ

حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا وَلَنَا صَلاَحٌ، إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের যত গুনাহ আছে সবই ক্ষমা করে দাও, আমাদের সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করে দাও, আর যত চিন্তা আছে দূর করে দাও, আর যত ঋণ আছে তা সবই পরিশোধ করে দাও। হে মহান দয়ালু! দুনিয়া ও আখেরাতের যত প্রকার অভাব আছে যাতে রয়েছে তোমার সন্তুষ্টি ও আমাদের মঙ্গল তা সবই তুমি পুরা করে দাও।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ، تُهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে তোমার রহমত দান করো এবং তার

মাধ্যতে আমার হৃদয়ে সরল পথে চালিত করো, আমার কার্যাদীকে সুচারু করে দাও ও এলোমেলোকে গচ্ছিত করে দাও আমার অলক্ষকে হেফাযত করো, আমার উপস্থিত সকল কিছু বৃদ্ধি দান করো, আমার চেহারা উজ্জল করো, আমার আমলকে পবিত্র করো, আমাকে সুপথে পরিচালিত হবার চেতনা দান করো, আমার আমার মহাব্বতের জবাব দাও এবং আমাকে তোমার সেই রহমতের অসীলায় সকল প্রকার অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তা দান করো।

* «اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا، وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পূর্ণ ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাস দান করো, যার প্রতিফলনে কুফুরীতে ফিরে যাওয়ার কোন প্রকার আশঙ্কা না থাকে। আর আমাকে এমন রহমত দান করো যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার পক্ষ থেকে সুউচ্চ মর্যাদা পেতে

পারি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ يَوْمَ الْقَضَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمَنْزِلَ الشُّهَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি বিচার দিবসে (কিয়ামত দিবস) পরিত্রান কামনা করছি ও সৌভাগ্যবানদের জীবন, শহীদদের মর্যাদা, জান্নাতে নাবীগণের সঙ্গে থাকা ও শত্রুর উপর বিজয় কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عِلْمِي وَعَمَلِي، افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি স্বীয় অভাবকে তোমার কাছে পেশ করছি, যদিও আমার আদর্শে ধস নেমেছে, আর যদিও আমি জ্ঞানে ও আমলে দুর্বল তবুও আমি

করতে পারি ও উত্তম পন্থায় তোমার ইবাদত করতে পারি। আমি তোমার নিকট সুস্থ হৃদয় ও সত্য যবান কামনা করছি। আমি আরো কামনা করছিঃ তুমি যে সম্পর্কে জ্ঞাত আছ ও আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তুমি যে অমঙ্গল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা তুমি জান তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমিই তো অদৃশ্যের সকল কিছুই জান।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ مِنْهَا غَيْرَ مَفْتُونٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কার্যাদী সমাধা করার ও খারাপ কার্যাদী থেকে বিরত থাকার, অভাবীকে ভালবাসার মানষিকতা কামনা করছি। আর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ও আমাকে দয়া করো, আর তুমি যদি তোমার বান্দাদেরকে ফিতনায় পতিত করতে চাও, তবে তুমি আমাকে তা থেকে বাচিয়ে

ফিতনায় পতিত না করে আমাকে মৃত্যু দিয়ে তোমার সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়ো।

* «اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা, তোমার ফেরেস্তাদের বালাবাসা, তোমার নাবীগণের ভালাবাসা ও সমস্ত সৃষ্টি জীবের ভালবাসা দান করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার নিজ, পরিবার, সম্পদ, সন্তানাদি ও পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশী ভালবাসা দান করো, তোমার ভালবাসার।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ لِقَائِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ অবধি মঙ্গল দান করো এবং আমার শেষ জীবনের আমালগুলিকে ভাল করো ও আমার অতিবাহিত দিনগুলির মধ্যে তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনটিকে বেশী উৎকৃষ্ট (আনন্দ দায়ক) করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًّا غَيْرَ مَخْذُولٍ فَاضِحٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পবিত্র জীবনোপকরণ কামনা করছি, শান্তিতে মৃত্যু কামনা করছি, আর হাশরের মাঠে যেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত না হই তার প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا، وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الأَقْوَمَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্যধারী ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, আমার কাছে আমি যেন নগণ্য ও অপরের কাছে যেন মর্যাদার পাত্র হতে পারি। হে আমার

প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার উপর দয়া করো এবং আমাকে সরল ও সঠিক পথ দেখাও।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيْمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দোয়া, সফলতা, উত্তম প্রতিদান কামনা করি। কিয়ামতে আমার নেকীর পাল্লা ভারী করো আমাকে সুদৃঢ় করো ও আমার ঈমানে মযবুতী দান করো, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করো, আমার নামাযকে কবূল করো ও আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার সমীপে জান্নাতে উচ্চ স্থান কামনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ

وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক কল্যাণের দ্বার উন্মোক্ত কামনা করি ও কল্যাণজনক পরিসমাপ্তি, কল্যাণের পরিপূর্ণতা তার শুরু ও শেষ এবং প্রকাশ্য কল্যাণ ও অপ্রকাশ্য কল্যাণ কামনা করছি, এবং তোমার সমীপে জান্নাতে সুউচ্চ মার্যাদাও কামনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: خَيْرَ مَا آتِي، وخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে যা দেয়া হয় তার মঙ্গল, আমি যা কার্যাদী সমাধা করি তাতে মঙ্গল, আমার কার্যাদীর যা প্রকাশ পায় ও যা গোপন থাকে তার প্রতিটিতেই মঙ্গল কামনা করছি। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি।

(আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্মান বৃদ্ধি করে দাও, আমার গুনাহ হাল্কা করে দাও, আমার অন্তর পবিত্র করে দাও, আমার লজ্জাস্থান হেফাযতে রাখো, আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي وَفِي خَلْقِي، وَفِي أَهْلِي وَفِي مَحْيَايَ وَفِي عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. آمِين».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার কর্ণে, আমার চোখে, আমার আত্মায়,

আমার গঠনে, আমার পরিবারে, আমার সার্বিক জীবনে ও আমার কর্মে বরকত দান করো ও আমার ভাল কর্মগুলিকে কবূল করে নাও। আর আমি তোমার সমীপে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি। (আমীন- হে আল্লাহ! তুমি কবূল করো।)

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদেরকে দয়া করো ও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হও। তুমি আমাদের আমল গ্রহন করে নাও, এবং আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও এবং আমাদের জীবনের সকল দিক সংশোধন করে দাও।

* «اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ عَيْبًا إِلاَّ سَتَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ، وَلاَ

حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا وَلَنَا صَلاَحٌ، إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের যত গুনাহ আছে সবই ক্ষমা করে দাও, আমাদের সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করে দাও, আর যত চিন্তা আছে দূর করে দাও, আর যত ঋণ আছে তা সবই পরিশোধ করে দাও। হে মহান দয়ালু! দুনিয়া ও আখেরাতের যত প্রকার অভাব আছে যাতে রয়েছে তোমার সন্তুষ্টি ও আমাদের মঙ্গল তা সবই তুমি পুরা করে দাও।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ، تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে তোমার রহমত দান করো এবং তার

মাধ্যতে আমার হৃদয়ে সরল পথে চালিত করো, আমার কার্যাদীকে সুচারু করে দাও ও এলোমেলোকে গচ্ছিত করে দাও আমার অলক্ষকে হেফাযত করো, আমার উপস্থিত সকল কিছু বৃদ্ধি দান করো, আমার চেহারা উজ্জ্বল করো, আমার আমলকে পবিত্র করো, আমাকে সুপথে পরিচালিত হবার চেতনা দান করো, আমার আমার মহাব্বতের জবাব দাও এবং আমাকে তোমার সেই রহমতের অসীলায় সকল প্রকার অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তা দান করো।

* «اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا، وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পূর্ণ ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাস দান করো, যার প্রতিফলনে কুফুরীতে ফিরে যাওয়ার কোন প্রকার আশঙ্কা না থাকে। আর আমাকে এমন রহমত দান করো যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার পক্ষ থেকে সুউচ্চ মর্যাদা পেতে

পারি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ يَوْمَ الْقَضَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمَنْزِلَ الشُّهَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি বিচার দিবসে (কিয়ামত দিবস) পরিত্রান কামনা করছি ও সৌভাগ্যবানদের জীবন, শহীদদের মর্যাদা, জান্নাতে নাবীগণের সঙ্গে থাকা ও শত্রুর উপর বিজয় কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عِلْمِي وَعَمَلِي، افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি স্বীয় অভাবকে তোমার কাছে পেশ করছি, যদিও আমার আদর্শে ধস নেমেছে, আর যদিও আমি জ্ঞানে ও আমলে দুর্বল তবুও আমি

তোমার রহমতের কাঙ্গাল। তোমার নিকট প্রার্থনা করি হে সকল কিছুর ফয়সালাকারী! হে হৃদয়ের আরোগ্য দানকারী, তুমি যেমন ভাবে সাগরগুলিকে পরস্পর সংরক্ষণ কর, তেমনি তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর এবং আমাকে কবরের আজাব ও মৃত্যুর হাতছানি হতে রক্ষা কর।

* «اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي وَعِلْمِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَ إِيَّاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ যেখানে আমার সিদ্ধান্ত অচল, আমার আমাল ও জ্ঞান দুর্বল, যে মঙ্গলে আমার প্রার্থনা পৌছেনা যা দেয়ার জন্য আপনি আপনার কোন সৃষ্টিকে অঙ্গিকার করেছেন অথবা আপনি আপনার কোনা বান্দাকে দান করবেন, আমি আপনার সমীপে সেটাই প্রার্থনা করছি। হে দয়ালু! হে বিশ্বসমূহের প্রতিপালক!

আমি তা আপনার সমীপে নিবেদন করছি।

* «اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ: الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ، مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكَّعِ السُّجُودِ، الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ».

অর্থাৎ হে শক্ত হাতলধারী এবং প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনকারী আল্লাহ তায়ালা! তোমার নিকট প্রার্থনা করি কিয়ামত দিবসে নিরাপত্তা, এবং অনন্তকালে তোমার নৈকট্য লাভকারী, বেশী বেশী রুকু ও সিজদাকারী, অঙ্গিকার পুরাকারীদের সাথে জান্নাত। তুমি দয়ালু, দয়াবান, তুমি যা চাও তাই করে থাকো।

* «سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ».

অর্থাৎ পবিত্র সেই মহান স্বত্ত্বা যার তাসবীহ ব্যতীত আর কারো তাসবীহ পাঠ করা বৈধ না, পবিত্র সেই

মহান স্বত্ত্বা যিনি অনুগ্রহকারী ও নিয়ামত দানকারী, পবিত্র সেই মহান স্বত্ত্বা যিনি মহান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, পবিত্র সেই স্বত্ত্বা যিনি সকল কিছুকে জ্ঞান দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ، فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে ক্ষমা, নিরাপত্তা ও সর্বদার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: صِحَّةً فِي إِيْمَانٍ، وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ نَجَاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً مِنْكَ، وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঈমানে স্বচ্ছতা, অনুপম আদর্শ, সাফল্যের পর সাফল্য, তোমার পক্ষ থেকে রহমত, তোমর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা, তোমার পক্ষা থেকে ক্ষমা ও তোমার সন্তুষ্টি কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে সুস্বাস্থ্, নৈতিক পবিত্রতা, অনুপম আদর্শ ও তোমার কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি কামনা করছি।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا: هَادِيْنَ مَهْدِيِّيْنَ، غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ، سِلْمًا لأَوْلِيَائِكَ، حَرْبًا لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ عَادَاكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত প্রাপ্ত ও হিদায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করো, আমাকে পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী বানাইওনা, তুমি আমাকে তোমার ওলীদের সাথে সন্ধিকারী ও তোমার দুশমনদের সাথে যুদ্ধকারী কর, আমরা তোমাকে যারা ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসী, তোমার ভালবাসার কারণে। যারা তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি তোমার সাথে শত্রুতার কারণে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার অন্তরের অনিষ্ট, প্রত্যেক জীবের অনিষ্ট যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারন করে আছে। আর আমার প্রতিপালক সরল সঠিক পথে রয়েছেন।

* «اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যিনি চিন্তা অপসারণকারী, দুর্ভাবনা দূরকারী, বিপদগ্রস্থের প্রার্থনা কবূলকারী, দুনিয়া ও আখেরাতের দয়ালু দয়াবান, তুমি আমাকে এমন দয়া করো যে দয়া অন্যের দয়া হতে আমার জন্য যথেষ্ট হবে।

* «أَصْبَحْنَا بِاللهِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ مُمْتَنِعٌ وَبِعِزَّةِ اللهِ لاَ تُرَامُ وَلاَ تُضَامُ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيعِ نَحْتَجِبُ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ الأَبَالِسَةِ، وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُعْلِنٍ أَوْ مُسِرٍّ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكْمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، أَوْ يَكْمُنُ بِالنَّهَارِ وَيَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا».

অর্থাৎ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে সকাল করলাম, এমন কিছু নেই, তার হতে যিনি বাধা প্রাপ্ত। আল্লাহরই ইজ্জতের অসীলায় যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকারক নয়, সেই বাধা প্রদানকারী আল্লাহরই বাদশাহীর ছত্রছায়াই, আল্লাহর সমস্ত উত্তম নামের অসীলায়, সেই ইবলিসদের (অনিষ্ট) হতে আল্লাহ নিকট আশ্রয় কামনা করত; মানুষ ও জিন শয়তানের অনিষ্ট, প্রত্যেক প্রকাশকারী বা গোপনকারীর অনিষ্ট, যা

রাতে গোপন হয় ও দিনে বের হয় তার অনিষ্ট বা দিনে গোপন হয় ও রাতে বের হয় তার অনিষ্ট, যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট, ইবলিস ও তার বাহিনীর অনিষ্ট এবং প্রত্যেক জন্তুর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই যার তুমিই ললাটসমূহ ধারণকারী।

* «أَعُوْذُ بِاللهِ مِمَّا اسْتَعَاذَ بِهِ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يُتَّقَي».

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যাঁর নিকট মূসা, ঈসা, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আশ্রয় চেয়েছিলেন, আর তিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট থেকে, ইবলীস শয়তান ও তার বাহিনীর অনিষ্ট থেকে ও তাদের অনিষ্ট হতে যাদের থেকে বেঁচে থাকতে হয়।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ: خَيْرَ مَا عِنْدَكَ وَأَفْضِ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ

عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল বস্তুগুলি কামনা করছি, এবং তুমি তোমার অনুগ্রহ আমার উপর বয়ে দাও, তোমার রহমত আমার উপর বিস্তার করে দাও এবং আমার উপর তোমার বরকত নাযিল করো।

* «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ عَلانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، فَأَهْلٌ أَنْتَ أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার, সকল রাজত্ব তোমার, তোমার হাতে সকল প্রকার মঙ্গল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে। সুতরাং তুমিই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত। নিশ্চয়ই তুমিই সকল কিছুই উপর একচ্ছত্র ক্ষমতাবান।

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي،

وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي، وَارْزُقْنِي عَمَلاً زَاكِيًا تَرْضَى بِهِ عَنِّي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার অতীত জীবনে হয়ে যাওয়া সকল প্রকার পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। আর আমার ভবিষ্যত জীবনে আমাকে রক্ষা করো, এবং আমাকে এমন ভাল আমল করার তাওফীক দান করো যার দ্বারা আমার উপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي فِي رِضَاكَ، وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي، وَاجْعَلِ الإِسْلامَ مُنْتَهَى رَجَائِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি দুর্বল। অতএব, যাতে তোমার সন্তুষ্টি রয়েছে তাতে তুমি আমাকে শক্তিশালী করো, এবং তুমি আমার ললাটের কেশগুচ্ছ ধারণ করে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করো, এবং ইসলামকে আমার চাওয়া-পাওয়ার মূল লক্ষ্যে পরিণত করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي، وَإِنِّي ذَلِيلٌ

فَأَعِزَّنِي، وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি দুর্বল অতএব, তুমি আমাকে শক্তি দান করো, আমি তুচ্ছ অতএব, তুমি আমাকে সম্মানিত করো, আমি অভাবী, তুমি আমাকে সাবলম্বী করো।

* «اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ঐ সমস্ত কাফের যারা তোমার রাসূলগণকে মিথ্যা আরোপ করে ও তোমার রাস্তা হতে বাধা দেয় তাদেরকে ধ্বংস করো। তোমার লাঞ্ছনা ও আযাব তাদের জন্য অবধারিত করে দাও।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ: الطَّعْنِ، وَالطَّاعُونِ، وَالْوَبَاءِ، وَعَظِيمِ الْبَلاءِ، فِي النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ مِمَّا نَخَافُ وَنَحْذَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ ذُنُوبِنَا حَتَّى

تُغْفَرَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: আঘাত, প্লেগ রোগ, মহামারি, নিজ জীবনে, স্বীয় পরিবারে, সম্পদে ও সন্তানাদীতে মহা বিপদাপদ থেকে। যাকে আমরা ভয় করে থাকি তা হতে আল্লাহ তায়ালাই সুমহান, আল্লাহ তায়ালাই সুমহান, আল্লাহ তায়ালাই সুমহান। আমার পাপরাশি ক্ষমা অবধি আমার পাপ সমতুল্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ করছি: আল্লাহ তায়ালা সুমহান, আল্লাহ তায়ালা সুমহান, আল্লাহ তায়ালা সুমহান।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ: مِنَ الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَمِنْ هُجُومِ الْبَلَاءِ، وَمِنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ وَمِنْ سَعْرَةِ الْحُمَّى، وَمِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ شَرِّ الْبَلَاءِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

غَرَامًا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا اللهُ يَا حَافِظُ يَا اللهُ يَا رَافِعُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: বিভিন্ন আক্রমন প্লেগ রোগ, বিপদ আপদের আক্রমন, অপ্রত্যাশীত মৃত্যু, জ্বরের উত্তাপ, তাকদীরে লিখিত অমঙ্গল, বিপদের অমঙ্গল থেকে। হে চিরঞ্জিব ও সর্ব স্বত্ত্বার প্রতিপালক! মহা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী! আমরা তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই: দুর্ভাগ্যের আক্রমন, শত্রুর হাসি-ঠাট্টা ও গাল-মন্দ থেকে। তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দাও আমরা তো নিশ্চয়ই মুমিন, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে দূর করে দাও কেননা ওর আযাব অত্যন্ত কষ্টদায়ক। হে আমাদের প্রতিপালক! আমারা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো ও আমাদের উপর দয়া না করো, তবে আমরা ক্ষতি গ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব। হে

বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা! হে রক্ষাকারী আল্লাহ তায়ালা! হে মর্যাদা দানকারী মহা সম্মানের অধিকারী আল্লাহ তায়ালা! তোমার দয়া আমাদের উপর অবধারিত।

* «اللَّهُمَّ عَجِّلْ لأَوْلِيَائِكَ الْفَرَجَ وَالْعَافِيَةَ وَزِدْ لِي فِي حَيَاتِي، فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي يَهَبُ عَيْشَ الأَبَدِ لأَهْلِ الآخِرَةِ، فَهَبْ لِي عُمُرًا طَوِيلاً مَدِيدًا وَعَيْشًا مَزِيدًا فِي عَافِيَتِكَ وَرِضَاكَ؛ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বন্ধুদেরকে বিপদ মুক্ত করে দাও ও নিরাপদে রাখো এবং তা আমার জীবনেও বৃদ্ধি করে দাও, কেননা তুমিই তো আখেরাতে ওয়ালীদের অমর জীবন দানকারী আল্লাহ তায়ালা, তুমি আমাকে দীর্ঘায়ূ দান করো এবং প্রচুর পরিমাণ জীবানোপকরণ দান করো তোমার নিরাপত্তায় ও তোমার সন্তুষ্টিতে, তুমিই তো এর মালিক আর দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই এর উপর ক্ষমতাবান।

* «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَأَلِيمِ عِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ شَرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ».

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তাঁর রাগ থেকে, তাঁর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ও তাঁর খারাপ বান্দাদের অনিষ্ট, শয়তানের আঘাত থেকে ও তারা যেন আমার উপর আসর না করতে পারে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার হেচারা ও পরিপূর্ণ বানীর অসীলায়, ঐ সকল সৃষ্টি জীবের অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যার ললাটের কেশগুচ্ছ ধারন করে আছো।

* «اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই পাপ ও ঋণ মুক্তকারী।

* «اللَّهُمَّ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلا يُخْلَفُ وَعْدُكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، تَحَصَّنْتُ بِاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَهِي وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَاسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ كُلَّهُ بِلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى، لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার বাহিনীকে কেউ পরাজিত করতে পারে না, তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না তুমি পবিত্র তোমারই সকল প্রশংসা, আমি সেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনিই আমার ও সবার উপাস্য। আমি

আমার ও সবার প্রতিপালকের হেফাযত গ্রহণ করছি, আমি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করছি, যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না, সকল অমঙ্গলকে প্রতিরোধ করি সেই মহান আল্লাহর নামে যিনি ব্যতীত অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ সামাধা করার কারো ক্ষমতা নেই সেই সুবিজ্ঞ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক, বান্দাদের উপর ভরসা না করে আমার প্রতিপালকের উপর ভরসা করাই আমার জন্য যথেষ্ট মনে করি, সৃষ্টি জীবের উপর ভরসা না করে মহান স্রষ্টার উপর ভরসা করাই আমার জন্য যথেষ্ট মনে করি, যারা জীবিকা প্রাপ্ত তাদের উপর ভরসা না করে রুজি দাতা আল্লাহর উপর ভরসা করা আমার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ, প্রার্থনাকারীর আবেদন আল্লাহ তায়ালা শুনেন, তিনি ব্যতীত সবই নি:শেষ হবে, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করি, আর তিনিই মহা আরশের অধিপতি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي مِنْ ذُنُوبِي، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَحِلَّ بِي سَخَطُكَ أَوْ يَنْزِلَ عَلَيَّ عَذَابُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার কৌশলের স্বল্পতা, লোকদের মাঝে নীচতার অভিযোগ করি তোমার রহমাতের অসীলায় হে সমস্ত জগতের প্রতিপালক! তুমি তো সমস্ত দুর্বলের রব, তুমি তো আমার রব, তুমি আমাকে কার নিকট

সোপর্দ করবে? কোন দূরে ঠেলে দিবে বা আমার কর্মকান্ডের ভার কোন শত্রুর হাতে ন্যস্ত করবে? আমার প্রতি যদি তোমার রাগ না থাকে, তবে আমি আর কোন পরোয়া করি না। কেননা তোমার ক্ষমা তো আমার পাপরাশী হতে আমার জন্য অধিক প্রশস্ত। আমি তোমার নিকট তোমার চেহারার সেই নূরের অসীলায় প্রার্থনা করি যা অন্ধকারসমূহকে উদ্ভাসিত করে, যার উপর ইহকাল ও পরকালের কর্মসমূহ পরিশুদ্ধ হয় তোমার রাগ আমার প্রতি হওয়া থেকে বা তোমার আজাব আমার উপর পতিত হওয়া থেকে। তোমারই বন্দেগী করি, যেন তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তোমার সাহায্য ব্যতীত এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের কোন শক্তি নেই।

* «اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَانْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দাও, আর তুমি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছো তদ্বারা উপকৃত করো এবং আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে দাও।

* «اللَّهُمَّ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلِّمْنِي، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي».

অর্থাৎ হে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)কে শিক্ষা দানকারী আল্লাহ তায়ালা! তুমি আমাকে শিক্ষা দান করো। হে সুলাইমা (আলাইহিস সালাম)কে বিজ্ঞকারী তুমি আমাকেও বিজ্ঞ করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ عَافِيَةً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ও সকল মুসলিম জাতির চিন্তাকে অপসরণ করে দাও এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতা হতে মুক্ত করো ও সকল প্রকার মুসিবত থেকে নিরাপত্তা দান করো।

* «اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَاشْغَلْهُ فِي نَفْسِهِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যারা মুসলিম জাতির ক্ষতি সাধন

করতে চায় তাদেরকে স্বীয় কর্মে ব্যস্ত করে দাও।

* «اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

অর্থাৎ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তাদেরকে দমন করার জন্য তোমাকে ন্যাস্ত করলাম, এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ رَبَّ الْعَالَمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, সকল মুসলিম ও মু'মিন নর-নারীদের মধ্যে জীবিত ও মৃতদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও, তুমিই তো অতি নিকটে প্রার্থনা শ্রবণকারী সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক।

* «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ

الرِّيَاءِ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، إِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফেকী থেকে পবিত্র করে দাও, আমার আমলকে লৌকিকতা থেকে, জিহ্বাকে মিথ্যা বলা থেকে, চোখকে খিয়ানত থেকে পবিত্র করো, তুমি তো সমস্ত চোখের খিয়ানত এমনকি অন্তরে যা গোপন রাখা হয় সে সম্পর্কে অবগত।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً بِلِقَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন আত্মা কামনা করছি যা তোমার সাক্ষাতে শান্ত হবে, তোমার দানকৃত বস্তুতে তৃপ্ত হবে এবং তোমার নির্ধারিত তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকবে।

* «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَنِيَتِي فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই অবগত, অত:পর তুমি আমার ওজর প্রার্থনা কবূল করো। আর তুমি আমার অভাব সম্পর্কে অবহিত অতএব, তুমি আমার প্রার্থনা অনুযায়ী দান করো।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي، وَأَنَّ مَا أَصَابَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَنِي وَمَا أَخْطَأَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَنِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমান কামনা করি, যা অন্তরে সর্বদা থাকবে, আর এমন ইয়াকীন কামনা করি, যদ্বারা এ বিশ্বাস জন্মে যে, আমার জন্য তোমার নির্ধারিত তাকদীর ব্যতীত কোন কিছুই আমাকে মিলবে না। আমার যা পাবার তা কখনো ব্যতিক্রম হবে না আর যা আমার পাবার নয় তাও কখনো পাব না।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا أَهْتَدِي بِهِ، وَنُورًا

أَقْتَدِي بِهِ، وَرِزْقًا حَلاَلاً أَكْتَفِي بِهِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন ঈমান দান করো যদ্বারা আমি সুপথে পরিচালিত হতে পারি, আমাকে এমন জ্যোতি দান করো যদ্বারা আমি সুপথে চলতে পারি এবং আমাকে এমন হালাল রুযী দান করো যা হবে আমার জন্য যথেষ্ট।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُحِبُّكَ بِقَلْبِي كُلِّهِ، وَأُرْضِيكَ بِجُهْدِي كُلِّهِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ের সকল ভালবাসা তোমার নিমিত্তে করার এবং আমার সকল প্রকার কর্ম-কান্ড তোমার সন্তুষ্টির জন্য করার তাওফীক দান করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبِّي كُلَّهُ وَسَعْيِي كُلَّهُ فِي مَرْضَاتِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার সর্ব প্রকার ভালবাসা ও সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করার তাওফীক দান করো।

* «اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، وَاجْعَلْنِي لَكَ كَمَا تُحِبُّ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার পছন্দকৃত যা তুমি দূরে সরিয়ে দিয়েছ, তুমি তা আমার জন্য শক্তি স্বরূপ করে দাও, যা তুমি পছন্দ কর এবং আমাকে তোমার জন্য তুমি যেভাবে চাও তেমন বানিয়ে দাও।

* «سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ».

অর্থাৎ মীযান (তুলাদন্ড) ভর্তি, জ্ঞানের পরিসীমা, সন্তুষ্টি সাপেক্ষ ও আরশের ওজন পরিমাণ সুবাহানাল্লাহ (আল্লাহর পবিত্রতা)। মীযান ভর্তি, জ্ঞানের পরিসীমা, সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ও আরশের ওজন পরিমাণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মীযান ভর্তি, জ্ঞানের পরিসীমা, সন্তুষ্টি

সাপেক্ষে ও আরশের ওজন পরিমাণ আল্লাহু আকবার।

* «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عِلِمْتَ مَا تَحْتَ أَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ، وَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّدُورِ كَالْعَلانِيَةِ عِنْدَكَ، وَعَلانِيَةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِي عِلْمِكَ، وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظْمَتِكَ، وَخَضَعَ كُلُّ سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِكَ، وَصَارَ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ أَصْبَحْتُ فِيهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি জমিনের নিচের সকল কিছুর সংবাদ সেরকমই অবহিত, যেরকম তুমি তোমার আরশের উপরের সকল কিছু সম্বন্ধে অবহিত। অন্তরের কুমন্ত্রনা-সন্দেহ তোমার নিকট প্রকাশ্য, আর প্রকাশ্য কথা-বার্তা তোমার জ্ঞানে অপ্রকাশ্যের মতই। প্রত্যেক বস্তুই তোমার বড়ত্বের অনুগত, প্রত্যেক রাজত্বই তোমার রাজত্বের অধীন। ইহকালে ও পরকালের যাবতীয় কর্মকান্ড তোমারই হাতে। আমাকে

প্রত্যেক ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত কর।

* «اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوبِي، وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي، أَطْمَعَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لا أَسْتَوْجِبُهُ مِمَّا قَصَّرْتُ فِيهِ، أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، وَإِنَّكَ لَلْمُحْسِنُ إِلَيَّ وَإِنِّي لَلْمُسِيءُ إِلَى نَفْسِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ وَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي، وَلَكِنَّ الثِّقَةَ بِكَ حَمَلَتْنِي عَلَى الْجَرَاءَةِ عَلَيْكَ، فَعُدْ بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، لا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَالْبَدِيعُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَالدَّائِمُ غَيْرُ الْغَافِلِ، وَالَّذِي لا يَمُوتُ وَخَالِقُ مَا يُرَى وَمَا لا يُرَى، وَكُلَّ يَوْمٍ أَنْتَ فِي شَأْنٍ، وَسِعْتَ اللَّهُمَّ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحِيمُ، يَا كَرِيمُ، يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَا حَيُّ، يَا مُحْيِي، يَا قَيُّومُ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا رَبَّنَا إِنَّا عَبِيدُكَ وَفِي سَبِيلِكَ، اجْعَلْ لَنَا

السَّبِيلَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার পাপকে তুমি ক্ষমা কর, আমার ভুল-ত্রুটিকে তুমি মাফ কর। যা আমি অবহেলা বশতঃ পালন করতে পারিনি তার আগ্রহ দাও, আমি তোমার নিকট নিরাপত্তার দোয়া করি ও তোমার নিকট একাগ্রতা কামনা করি, নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী আর নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের প্রতি জুলুমকারী যে ক্ষেত্রে আমার ও তোমার মাঝে অঙ্গিকার রয়েছে। নেয়ামতসমূহের মাধ্যমে তুমি আমার প্রতি মুহাব্বত কর আর আমি পাপসমূহের মাধ্যমে তোমার প্রতি বৈরিতা প্রকাশ করি কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভরসাই তোমার উপর সাহস জোগায়। সুতরাং তুমি তোমার ফজল-করম ও অনুগ্রহে আমার প্রতি ফিরে এসো নিশ্চয়ই তুমি মহা তওবা কবুলকারী ও দয়াবান। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই। তুমি সেই নজীর বিহিন স্রষ্টা, তোমার পূর্বে কিছু নেই, তুমি শাশ্বত সদা সচেতন, যিনি মৃত্যুবরণ করেন না। যা কিছু দৃশ্য ও যা কিছু অদৃশ্য সবার স্রষ্টা, তুমি প্রত্যেহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে

রত। হে আল্লাহ! তুমি তো প্রত্যেক বস্তুকে তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছ। হে রহমান- রাহীম পরম দাতা-দয়াবান, দাতা, একক, অমুখাপেক্ষী, চিরঞ্জিব, জীবিতকারী, সর্ব স্বত্ত্বার প্রতিপালক! তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই। হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমরা তোমার বান্দা ও আমরা তোমার পথে, তুমি আমাদের জন্য প্রত্যেক কল্যাণজনক রাস্তা খুলে দাও।

* «اللَّهُمَّ حَنِّنْ عَلَيَّ عِبَادَكَ وَإِمَاءَكَ، أَغْنِنِي عَنْ شِرَارِ عِبَادِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدُ يا فَعَّالاً لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لا يُرَامُ، وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ كَذَا وَكَذَا يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও বান্দীদের উপর দয়া করো, হে দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তুমি

তোমার বান্দাদের অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা করো। হে দয়াময়! হে সম্মানিত আরশের অধিকারী! হে ইচ্ছানুযায়ী যা খুশী তাই বাস্তাবায়নকারী! আমি তোমার নিকট তোমার সম্মানের অসীলায় যা নিঃশেষ হবার নয়, তোমার রাজত্বের অসীলায় যার কোন শরীক নেই এবং তোমার নুরের অসীলায় যা তোমার আরশের স্ত স্তগুলি ভরে রেখেছে, তুমি আমাকে অমুক অমুক অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা করো। হে সাহায্যকারী! আমাকে সাহায্য করো। হে সাহায্যকারী! আমাকে সাহায্য করো। হে সাহায্যকারী! আমাকে সাহায্য করো।

* «أَعُوذ بعَزَّةِ اللهِ وَعَظْمَتِـهِ وَبعِـزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِـهِ وَبعِزَّةِ اللهِ وَسُلْطَانِهِ وَبعِـزٌ جَـلال اللهِ وَبعِـزٌ اللهِ مِـنْ شَرٌ مَا خَلَقَ، وَذرَاً وَبَرَاً، وَمِنْ شَرٌ مَا تَحْـتَ الثَّـرَى، وَمِنْ شَرٌ كُلٌ دَابَّةٍ رَبِّي آخِذٌ بنَاصِيَتِهَا، إنَّ رَبِّـي عَلَـى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، وَلا حَوْلَ وَلا قُـوَّةَ إلاَّ بـاللهِ الْعَلِـيٌ الْعَظِيمِ، مَلْجَأِ كُلٌ هَـارِبٍ وَمَـأْوَى كُـلٌ خَـائِفٍ، لا

حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ الْعَلِيٌ الْعَظِيمِ، أَقِي بهَا نَفْسِي وَدِيْنِي وَأَهْلِي وَمَالِي، وَجَمِيعَ نِعْـمِ إِلَهِـي وَمَـوْلايَ وَسَيِّدِي عِنْدِي».

অর্থাৎ আমি আল্লাহর ইজ্জত-সম্মান ও বড়ত্ব, ইজ্জত-সম্মান ও কুদরত, ইজ্জত-সম্মান ও বাদশাহী, মহিমার ইজ্জত-সম্মান ও তার মর্যাদার অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু যমীনের নীচে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, এবং আমি আশ্রয় চাই আমার রবের প্রত্যেক জন্তুর অনিষ্ট হতে যার ললাট তাঁর হাতে। নিশ্চয়ই আমর রব সরল-সোজা পথে অধিষ্ঠিত। এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের শক্তি-সামর্থ উচ্চ মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। প্রত্যেক পলাতক ভয়কারীর আশ্রয়স্থল তিনিই, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের শক্তি-সামর্থ উচ্চ মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। তাঁরই শক্তির অসীলায় আমি বেঁচে থাকি ও আমার দ্বীন, পরিবার ও সম্পদ বাঁচে। আমার নিকট আমার মাবূদ,

অভিভাবক, ও প্রতিপালকের সমস্ত নিয়ামত।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ لآلائِكَ الصَّابِرِينَ عَلَى بَلائِكَ، النَّاصِرِينَ لأَوْلِيَائِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায়কারী বানাও, তোমার কর্তৃক নির্ধারিত বিপদাপদে ধৈর্য ধারনকারী বানাও এবং তোমার বন্ধুদের সাহায্যকারী বানাও।

* «اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِسُوْءِ مَا عِنْدِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার নিকট যে খারাপ বস্তু রয়েছে তার পরিবর্তে তোমার নিকট যা উত্তম বস্তু রয়েছে তা দেয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشاً قَاراً، وَرِزْقَاً دَاراً، وَعَمَلاً بَاراً».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট স্থায়ী উত্তম জীবন প্রার্থনা করছি, আর প্রার্থনা করছি অঢেল

জীবনোপকরণ, ও সৎআমলের।

* «اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالافْتِقَارِ إِلَيْكَ، وَلا تُفْقِرْنِي بِالاسْتِغْنَاءِ عَنْكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার মুখাপেক্ষী করে রেখো, আর তোমার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করো না।

* «اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَتِي وَخَفِّفْ لَوْعَتِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষগুলিকে গোপন করে রেখো, এবং আমার ভয় মুক্ত করো ও আমার কষ্ট হ্রাস কর।

* «اللَّهُمَّ آجِرْنِي عَلَى حُسْنِ عِبَادِتِكَ وَوَفِّقْنِي لاسْتِفْتَاحِ أَبْوَابِ رَحْمَتِكَ وَاسْتِمْطَارِ سَمَاحَتِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার উত্তম ইবাদতের জন্য মুক্ত করে দাও; এবং তোমার

রহমতের দরজা উন্মুক্ত করার তাওফীক দাও এবং উদারতার অনুগ্রহ দান কর।

* «اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا وَلاَ تُسْلِمْنَا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা দাও এবং তুমি আমাদেরকে সোপর্দ করো না।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي ضَمَانِكَ وَأَمَانِكَ وَإِحْسَانِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার জামানতে, তোমার আমানতে ও তোমার দয়ায় রাখো।

* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ وَاحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ جَنْبٍ وَفَرِّجْ عَنِّي كُلَّ كَرْبٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল পাপরাশীগুলি ক্ষমা করো এবং সকল প্রকার পাপ থেকে নিরাপদে রাখো এবং সকল প্রকার মুছিবত থেকে রক্ষা করো।

* «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَكُرْبَتِهِ، وَالْقَبْرِ وَغُمَّتِهِ، وَالصِّرَاطِ وَزَلَّتِهِ، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَوْعَتِهِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার মৃত্যু ও তার বিভিষীকায় আমাকে সাহায্য করো এবং কবর ও তার চাপের সময় আমাকে সাহায্য করো, এবং আমাকে পুল সীরাতে ও তার পদস্খলন থেকে আমাকে সাহায্য করো, এবং কিয়ামত দিবসে ও তার ভয়াবহতা থেকে আমাকে সাহায্য করো।

* «اللَّهُمَّ جَمِّلْ أَمْرِي مَا أَحْيَيْتَنِي، وَعَافِنِي مَا أَبْقَيْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا خَوَّلْتَنِي، وَاحْفَظْ عَلَيَّ مَا أَوْلَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي، وَآنِسْ وَحْشَتِي إِذَا أَرْمَسْتَنِي، وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ إِذَا حَاسَبْتَنِي، وَلاَ تَسْلُبْنِي الإِيْمَانَ وَقَدْ عَرَّفْتَنِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার কর্মসমূহকে সুন্দর কর, যতদিন তুমি আমাকে জীবত রাখ, সুস্থ রাখ যত দিন আমাকে অবশিষ্ট রাখবে। যা আমাকে প্রদান করেছ তাতে বরকত দাও। যা তুমি আমাকে দিয়েছ তা হেফাজত কর, যখন মৃত্যু দান করবে রহম কর। ভয়-ভীতিতে সান্তনা দিও। হিসাব নিলে অনুগ্রহ

করো। ঈমানদার যেহেতু করেছ, অতএব, আমার নিকট হতে ঈমানকে ছিনিয়ে নিও না।

* «اللَّهُمَّ ثَبِّتْ فِي الْخَيْرَاتِ وَطَأْتِي، وَنَفِّسْ بَعْدَ الْمَوْتِ كُرْبَتِي، وَبَارِكْ لِي فِي مَصِيرِي وَمُنْقَلَبِي، وَلا تَخْفِرْ ذِمَّتِي يَا غَايَةَ رَغْبَتِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কল্যাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ, মৃত্যুর পর আমার কষ্ট দূর কর। আমার প্রত্যাবর্তনস্থল ও পরিণতিতে বরকত দাও, আমার জিম্মা রক্ষা কর, হে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যস্থল।

* «اللَّهُمَّ لا تَقْطَعْ رَجَائِي، وَبَلِّغْنِي الأَمَانِيَّ وَاكْفِنِي الأَعَادِي وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي وَاكْفِنِي أَمْرَ دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي، وَارْزُقْنِي قَلْباً تَوَّاباً، لا كَافِرًا وَلا مُرْتَاباً، وَاغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট কর না।

আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। আমর প্রত্যাবর্তনস্থলকে যথেষ্ট কর। আমার কার্যসমূহ বিশুদ্ধ কর, আমার দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মগুলি পরিপূর্ণ কর। তুমি আমাকে তওবাকারী অন্তর প্রদান কর, যা কাফের হবে না, না হবে সন্দেহ পোষণকারী। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, হেফাযত কর ও রুযী দাও, তুমি তো সর্বোত্তম রুযী দাতা, হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তোমার দয়ারই অসীলায় প্রার্থনা করি।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لأَرْشَدِ أُمُورِي وَأَسْتَجِيرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى الْوَهَّابُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট সার্বিক বিশুদ্ধ কর্মের হেদায়েত কামনা করি এবং আমার আত্মার অনিষ্ট হতে তোমার নিকট মুক্তি কামনা করি, আমার সুউচ্চ দাতা প্রতিপালক পূত-পবিত্র।

* «يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ، رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، ذَا الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ، غَافِرَ الذَّنْبِ قَابِلَ التَّوْبِ شَدِيدَ الْعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

অর্থাৎ হে অদৃশ্যর মহা জ্ঞানী! হে মর্যাদা বুলন্দকারী! হে আরশের অধিপতি! যার নির্দেশেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে যার প্রতি ইচ্ছা তার মধ্যে রুহ নিক্ষেপ করা হয়। যিনি গোনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবূলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী শক্তিশালী, যিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই তোমার দিকেই সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান, আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতাসহ প্রশংসা করছি, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ সামাধা করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, তিনিই

প্রথম, তিনিই শেষ তিনিই প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য, আর তিনিই সকল বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا جَعَلْتُهُ لَكَ عَلَى نَفْسِي فَلَمْ أُوفِ لَكَ بِهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا زَعَمْتُ أَنِّي أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَ قَلْبِي مَا قَدْ عَلِمْتَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে গোনাহ থেকে তাওবা করেছিলাম পূনরায় তাতে পতিত হয়েছি সেই সকল গোনাহ থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট ঐ সকল ত্রুটি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যা আমি আমার উপর অর্পণ করেছিলাম তোমার জন্য; অত:পর আমি তা সঠিকভাবে তোমার জন্য পূর্ণ করতে পারিনি। এবং আমি তোমার নিকট ঐ সকল ত্রুটি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছায় করি কিন্তু আমার হৃদয় তার মধ্যে খারাপ মিশ্রণ ঘটিয়ে দেয় যা তুমি অবশ্যই জান।

* «اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَا تَوَسَّلَ بِهِ عِبَادُكَ

الصَّالِحُونَ وَأَوْلِيَاؤُكَ الْمُقَرَّبُونَ، أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنَ الْفَهْمِ عَنْكَ وَعَنْ رَسُولِكَ مَا نَبْلُغُ بِهِ مَنَازِلَ الصِّدِّيقِينَ، وَنُحْشَرُ بِهِ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যার মাধ্যমে তোমার সৎ বান্দাগণ ও তোমার নৈকট্য লাভকারী খাস বন্ধুগণ তোমার নিকটে ওয়াসিলা করেছে আমরাও সেই বস্তুর মাধ্যমে তোমার নিকট ওয়াসিলা করে প্রার্থনা করছি যে, তোমার সম্পর্কে ও তোমার রাসূল সম্পর্কে এমন জ্ঞান দান করো যা আমাদেরকে সত্যবাদীদের মর্যাদায় উপনীত করে দিবে, এবং তার অসীলায় যেন আমলকারী আলেমদের দলে পুনরুত্থিত হতে পারি।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ سَرَحَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي دَارِ الْعُلَى، وَحَطَّتْ هِمَمُ قُلُوبِهِمْ فِي غَايَةِ التُّقَى، حَتَّى أَنَاخُوا بِرِيَاضِ النَّعِيمِ وَجَنَوا مِنْ ثِمَارِ رِيَاضِ التَّسْنِيمِ، وَخَاضُوا لُجَّةَ السُّرُورِ، وَشَرِبُوا بِكَأْسِ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَاسْتَظَلُّوا تَحْتَ ظِلِّ الْكَرَامَةِ

الظَّلِيلِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি যাদের রূহকে ইল্লিয়্যিনে বিচরন করার জন্য ছেড়ে দিয়েছো, যাদের সকল প্রকার ভাবনার মূলই ছিল তাকওয়া অর্জন, যার ফলে তারা নিয়ামতের বাগিচায় স্থান পেয়েছে, এবং জান্নাতের বাগানের ফল আহরণ করতে এবং স্থায়ী আনন্দ পেয়েছে, এবং মোহরাঙ্কিত স্বর্গীও সুধা পান করেছে এবং যারা সাম্মানিত ছায়ায় স্থান পেয়েছে, আমাকে তাদের দলভুক্ত করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ فَتَحُوا بَابَ الصَّبْرِ وَأَرْدَمُوا خَنَادِقَ الْجَزَعِ، وَجَازُوا شَدِيدَ الْعِقَابِ، وَعَبَرُوا جِسْرَ الْهَوَى».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যাদের জন্য ধৈর্যের দরজা খুলে দিয়েছ এবং হাহুতাসের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ এবং কষ্টে পতিত হয়ে পুরষ্কৃত হয়েছে এবং যারা প্রবৃত্তির সেতু অতিক্রম করতে পেরেছে, তুমি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ أَعْلاَمُ الْهِدَايَةِ وَوَضَحَتْ لَهُمْ طَرِيقُ النَّجَاةِ وَسَلَكُوا سَبِيلَ الإِخْلاَصِ وَالْيَقِينِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যাদের হিদায়াতের নিশান প্রকাশিত, এবং যাদের জন্য পরিত্রানের রাস্তা স্পষ্ট হয়েছে এবং যারা ইখলাস ও ইয়াকীনের রাস্তায় চলে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

* «اللَّهُمَّ إِنَّ نَفْسِي أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانُ يُوقِعُنِي كُلَّ سَاعَةٍ فِي خَطِيئَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ فَضْلاً عَنِ الصَّغَائِرِ، وَإِنِّي أُرِيْدُ نَزْعِي مِنْ نَزْغِهِ، وَلاَ أَسْتَطِيعُ حَتَّى تُوَفِّقَنِي؛ فَإِنَّ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ وَلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنِي، وَامْنَحْنِي عِلْمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي وَتَغْفِرْ لِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فَاهْدِنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً تَامَّةً، وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ

الْعَفْوَ، وَارْزُقْنِي الْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَا ذَلِكَ عَلَيْكَ بِعَزِيْزٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ، الْطُفْ بِي بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَوَيْتَ بِهَا عَلَى الْعَرْشِ فَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ كَيْفِيَّةَ اسْتِوَائِكَ عَلَيْهِ، اكْفِنِي شَرَّ كُلِّ شِرِّيرٍ يَا مَنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ وَهُوَ الْمُكَوِّنُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَمَنْ يَكُونُ بَعْدَ مَا لاَ يَكُونُ شَيْءٌ أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ، وَالإِنْعَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমার আত্মা বেশী বেশী খারাপ কর্মেরই নির্দেশ দেয় আর শয়তানও প্রতি মূহুর্তে ছোট ছোট এমনকি বড় বড় পাপের কুমন্ত্রনা দেয়, আমি তো সেই কুমন্ত্রনা হতে পরিত্রান চাই। কিন্তু আমি পারি না যতক্ষণ তুমি আমাকে তাওফীক

না দিবে। নিশ্চয়ই তোমার হাতে যাবতীয় কল্যাণ। খারাপের সম্পর্কে তোমার সাথে নেই। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে হেদায়েত দেয়ার পর তুমি আমার অন্তরকে বক্র করে দিও না। তুমি আমাকে কুরআনও সুন্নাতের জ্ঞান দান কর। তুমি যদি আমার প্রতি রহম না কর ও আমাকে ক্ষমা না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতএব, তুমি আমাকে সরল পথের দিশা দাও। পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দাও। আমা হতে পাপসমূহ মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি তো ক্ষমাকারী ক্ষমাকেও পছন্দ কর। তুমি আমাকে দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতে পরিত্রান দান কর। হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তোমার নিকট তা কঠিন নয়। হে দয়ালু! তুমি আমার প্রতি ঐ কুদরতের দ্বারা দয়া কর, যার দ্বারা তুমি আরশের উপরে সমুন্নীত কিন্তু তুমি তার উপর কিভাবে সমন্নীত তা কেউ জানেনা। তুমি প্রত্যেক অনিষ্টের অনিষ্ট হতে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। হে সেই মহান! যিনি ছিলেন কোন জিনিস হওয়ার পূর্বে আর যিনি প্রত্যেক বস্তুরই এমন কি যা ভবিষ্যতে হবে এখনও হয়নি তারও স্রষ্টা।

হে মহা সম্মানি ও মর্যাদাবান! তোমারই নিকট আমি প্রার্থনা করি। হে মহা শক্তিশালী ও মহান দাতা! তুমি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়াময়, সমস্ত জগতের প্রতিপালক, দয়ালু, দাতা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নজীর বিহীন স্রষ্টা মহা আরশের রব।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ حَتَّى كَأَنِّي أَرَاكَ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، وَلاَ تُجْعَلْنِي بِمَعْصِيَتِكَ مُطْرُودًا، وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي وَأَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন ভীতি দান করো, যেন তোমাকে দেখে ইবাদত করছি, তোমার তাকওয়া অর্জনে ধন্য করো, তোমার অবাধ্যতার দ্বারা আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না, তোমার নির্ধারিত ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট রাখো, যে আমাকে অত্যাচার করে তার উপর আমাকে সাহায্য করো এবং তার উপর আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে আমার চক্ষুকে শীতল

কর।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ الْيَوْمَ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي، وَمَنْ كَانَ مِنِّي فِي سَبِيلِ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَالْغَائِبِ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আজকের দিনে আমার জীবন, আমার পরিবার, আমার সম্পদ, আমার সন্তান-সন্ততী, আর উপস্থিত, অনুপস্থিত আমার উপর যার অধিকার আছে তা সবই তোমার কাছে ন্যাস্ত করলাম।

* «اللَّهُمَّ احْفَظْنَا بِحِفْظِ الإِيْمَانِ وَاحْفَظْهُ عَلَيْنَا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমান হেফাযতের মাধ্যমে হেফাযত করো এবং আমাদের জন্য ঈমানকেও হেফাযত করো।

* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَلاَ تَسْلُبْنَا فَضْلَكَ، إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করো, এবং তোমার করুনা আমাদের থেকে

উঠিয়ে নিয়ো না, আমরা তো শুধু তোমারই আশাবাদী।

* «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ، يَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، يَا فَعَّالاً لِمَا يُرِيدُ، يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينَا، بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَا كَافِيَ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ اكْفِنَا مَا يَهُمُّنَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সফরের ক্লেশ, অবাঞ্চিত কষ্টদায়ক দৃশ্য, আত্মীয় পরিবার, সম্পদ ও সন্তানাদির ক্ষয়–ক্ষতির অবাঞ্চিত দৃশ্য হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ওহে শাহ রগ হতে নিকটতম সত্ত্বা!, ওহে যিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম! ওহে যিনি মানুষের ও তার হৃদয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টিকারী! আমাদেরকে যারা কষ্ট দিতে চায় তাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে দূরত্ব

সৃষ্টি করে দাও তোমার ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা। হে সকল বস্তুর পূর্ণতা দানকারী! যিনি ব্যতীত কোন কিছুই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। হে সর্ব শ্রেষ্ঠ ধয়ালু! তুমি স্বীয় দয়াতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুতে পূর্ণতা দান করো।

* «اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي مِنْ خَيْرٍ تُنْزِلُهُ، أَوْ إِحْسَانٍ تُفْضِلُهُ أَوْ بِرٍّ تَنْشُرُهُ أَوْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ خَطَأٍ تَسْتُرُهُ، يَا إِلَهِي يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي يَا عَلِيمٌ بِضُرِّي وَمَسْكَنَتِي يَا خَبِيرٌ بِفَقْرِي وَفَاقَتِي يَا رَبٌّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ وَأَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ: أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوِّلِي يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكَوْتُ أَحْوَالِي، قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيْمَةِ جَوَانِحِي وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالدَّوَامَ عَلَى الاتِّصَالِ

فِي خِدْمَتِكَ حَتَّى أَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوْقِنِيْنَ وَأَجْتَمِعَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাগ্যকে তোমার অবতরণকৃত কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ কর বা ইহসান দ্বারা পর্ণ কর যা তুমি প্রদান কর, বা পূণ্য দ্বারা যা তুমি বিস্তার কর, বা রুযী দ্বারা যা তুমি প্রশস্ত কর, বা এমন পাপ দ্বারা যা তুমি ক্ষমা করে দাও, বা এমন ভুল-ত্রুটি দ্বারা যা তুমি গোপন করো। হে আমার মাবূদ! হে যাঁর হাতে আমার ললাট। হে আমার দু:খ-কষ্ট, অভাব-অনটন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। হে আমার নিস্বতা ও দারিদ্রতা সম্পর্কে অবহিত। হে আমার রব! আমি তোমার হক, পবিত্রতা, এবং মহান গুণাবলী ও নামসমূহের অসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার দিবা-রাত্রির সময়গুলি তোমার জিকিরের কাজে লাগিয়ে দাও এবং তোমার দেখমতে পৌঁছে দাও ও আমার কর্মগুলি তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য কর, যার উপর আমার ভরসা হে সেই স্বত্ত্বা, হে যার প্রতি আমি আমার অবস্থা সমূহের অভিযোগ তুলে ধরি, তুমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

তোমার খিদমতের জন্য শক্তিশালী কর ও আমর সিদ্ধান্তকে শক্ত কর। তোমার ভয়ের মধ্যে আমাকে একাগ্রতা দাও ও তোমার খিদমতে সর্বদা তাওফীক দাও যেন আমি তোমাকে ইয়াকীনকারীদের মতই ভয় করি এবং মু'মিনদের সাথে তোমার পার্শ্বে একত্রিত হই।

* «اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عِبَادِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَى لَدَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَنَالُ ذَلِكَ إِلاَّ بِفَضْلِكَ، وَجُدْ لِي بِجُودِكَ، وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا، وَأَقِلْنِي مِنْ عَثْرَتِي وَاغْفِرْ لِي زَلَّتِي، فَإِنَّكَ أَمَرْتَ عِبَادَكَ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الإِجَابَةَ، فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، وَمَدَدْتُ يَدَيَّ فَبِرَحْمَتِكَ اسْتَجِبْ دُعَائِي، وَبَلِّغْنِي مُنَايَ وَلاَ تَقْطَعْ

رَجَائِي، وَاكْفِنِي شَرَّ أَعْدَائِي يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ، يَا سَابِغَ النِّعَمِ، يَا دَافِعَ النِّقَمِ، يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে আমার ক্ষতি করতে চায়, তার ক্ষতি তার উপরই ফিরিয়ে দাও, আর যে আমার সাথে ছলনা করতে চায় তার ছলনা তার উপর পতিত করো। আমাকে তোমার নিকট তোমার উত্তম ও ভাগ্য সম্পন্ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো, এবং তাদের মাঝে তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকটতম স্থান আমাকে দান করো, এবং তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা বাছাইকৃতদের অপেক্ষা তোমার নিকটবর্তী আমাকে করে নাও, আর এ মর্যাদা তোমার দয়া ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আর তোমার বদান্যতায় আমাকে সমৃদ্ধ করো, তোমার সম্মানের অসীলায় আমার উপর দয়া করো, তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে রক্ষা করো, আমার যবানকে তোমার জিকিরে অটল রাখো, আমার ভুল-ভ্রান্তি কমিয়ে দাও ও আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।

কেননা তুমিই তো তোমার বান্দাকে তোমার সমীপে প্রার্থনা করতে বলে তা কবূল করার অঙ্গীকার করেছো। হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকে করেছি এবং আমার হস্তদ্বয়কে সম্প্রসারণ করে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, অতএত তুমি আমার প্রার্থনাকে তোমার রহমতে কবূল করে নাও। আমাকে স্বীয়ে লক্ষে পৌছিয়ে দাও আর আমার আশা ভঙ্গ কর না। হে প্রার্থনা শ্রবণকারী! হে নিয়ামত দাতা! হে আজাব প্রতিহতকারী! হে অন্ধকারে আলো দানকারী, হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়াময়! তুমি আমার শত্রুদের অমঙ্গল হতে আমাকে রক্ষা করো।

* «اللَّهُمَّ فَخُذْ بِيَدِي فِي الْمَضَائِقِ وَاكْشِفْ لِي وَجُوهَ الْحَقَائِقِ وَوَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَاعْصِمْنِي مِنَ الزَّلَلِ، وَلا تَسْلُبْ عَنِّي سِتْرَ إِحْسَانِكَ، وَقِنِي مَصَارِعَ السُّوْءِ وَاكْفِنِي كَيْدَ الْحَاسِدِ وَشَمَاتَةَ الأَضْدَادِ، وَالْطُفْ بِي فِي سَائِرِ مُتَصَرَّفَاتِي، وَاكْفِنِي مِنْ جَمِيعِ

جِهَاتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি সঙ্কট মূহুর্তে আমার হাত ধরো। আমার সামনে সমস্ত বাস্তবতার রূপ উম্মোচন করে দাও, আর তুমি যা ভালবাস আমাকে তার তাওফীক দাও এবং তুমি আমার পদস্খলন থেকে রক্ষা করো। তোমার এহসান বা দয়ার চাদর আমার উপর থেকে উঠিয়ে নিয়ো না। আমার কষ্টের মৃত্যু হতে বাঁচাও এবং হিংসুকের চক্রান্ত ও বিরোধীদের উপহাসের ক্ষেত্রে আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও। তুমি আমার সমস্ত কর্মে আমার প্রতি নমনিয়তা ইখতিয়ার কর এবং হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তুমি আমার জন্য সার্বিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে যাও।

* «اللَّهُمَّ كُنْ لِي مُؤَيِّدًا وَنَاصِرًا وَكُنْ بِي رَؤُوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْؤُولِينَ، إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» [ثلاثًا].

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সমর্থনকারী ও সাহায্যকারী হও, এবং তুমি আমার প্রতি দয়াশীল ও মেহেরবান হও, হে সর্বোত্তম প্রার্থনা স্থল। তোমার কাছেই আমার দূর্বলতার ও স্বল্প দক্ষতার অভিযোগ করছি, হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমার কুদরতই আমার উপর প্রতিফলিত, তুমি এক মূহুর্তের জন্য আমাকে আমার উপর ন্যাস্ত করে দিয়ো না, হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! সর্ব স্বত্ত্বার রক্ষনা বেক্ষনকারী! আমি তোমার করুনার অসীলায় তোমার নিকট সাহায্য কামনা করি। (তিনবার পাঠ করবে।)

* «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ وَذُلِّي إِلاَّ رَحِمْتَنِي، وَأَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَضَعْفِي، وَبِغِنَائِكَ عَنِّي وَفَقْرِي إِلَيْكَ، هَذِهِ نَاصِيَتِي الْكَاذِبَةُ الْخَاطِئَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ، عَبِيدُكَ سِوَايَ كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي سَيِّدٌ سِوَاكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ،

وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْخَاضِعِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، سُؤَالَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذَلَّ لَكَ قَلْبُهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, এবং আমার হীনতায় তোমার দয়া কামনা করছি, আমার দূর্বলতায় তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি, আমার অভাবে তোমার নিকট সাচ্ছলতা কামনা করছি, আর এ হলো আমার মিথ্যাবাদী ও ভুলকারী ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতেই, তোমার অনেক বান্দা রয়েছে আমি ব্যতীত, তবে তুমি ব্যতীত আমার আর কোন উপাস্য নেই। আমার আশ্রয়স্থল মুক্তির উপাই একমাত্র তোমার নিকটেই। তোমার নিকট আমি অসহায়ের মত প্রার্থনা করছি, তোমার নিকট আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশকারীর মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রার্থনা করছি, আত্ম সমর্পণকারী ও হীনতা প্রকাশকারী, তোমার ভয়ে ক্রন্দনে অশ্রু প্রবাহকারী ও বিনয়ী হৃদয়ের অধিকারীর মত বিনয়ী হয়ে তোমার

নিকট প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي الْعَافِيَةَ حَتَّى تُهَنِّئَنِي بِالْمَعِيشَةِ، وَاخْتِمْ لِي بِالْمَغْفِرَةِ حَتَّى لاَ تَضُرَّنِي الذُّنُوبُ، وَاكْفِنِي كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُبَلِّغَنِيهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপত্তার পোষাকে আবৃত করো যাতে করে সার্বিক জীবন স্বাচ্ছন্দময় হয়। দুনিয়া হতে বিদায় মুহুর্তে ক্ষমা দান করো যাতে করে পাপ আমাকে কোন প্রকার ক্ষতি না করতে পারে। হে সর্ব শ্রেষ্ঠ দয়াময়! তোমার দয়ায়! জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রতিটি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি হতে আমাকে রক্ষা করো।

* «اللَّهُمَّ أَعْطِنِي مِنَ الدُّنْيَا مَا تَقِينِي بِهِ فِتْنَتَهَا، وَتُغْنِينِي بِهِ عَنْ أَهْلِهَا، وَيَكُونُ بَلاَغًا لِي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ».

যা আমাকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে রক্ষা করবে, এবং তুমি আমাকে দুনিয়া বাসীদের হতে অমুখাপেক্ষী করো, এবং যেন আমাকে ওর চেয়ে উত্তম বস্তু মিলে দিবে। নিশ্চয় অসৎ কাজ থেকে বেচে থাকার এবং সৎ কাজ সামাধা করার কারো ক্ষমতা তোমার সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

* «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে রুযী দান করেছো তাতেই আমাকে তৃপ্ত করো, তুমি তাতে বরকত দাও, অদৃশ্যের প্রতিটি বস্তুর কল্যাণ আমার জন্য অবধারিত কর।

* «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

অর্থাৎ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্টি বস্তু সমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর আত্মার সন্তুষ্টের সমান, তাঁর আরশের ওজনের

সমান ও তাঁর বানীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার।

* «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَعَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ».

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আকাশে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সমতুল্য। পৃথিবীতে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার সমতুল্য, আর আরো পবিত্রতা ঘোষণা করছিঃ এদুয়ের মাঝে যত সৃষ্টি রয়েছে সে সমতুল্য। আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি সে পরিমাণ যে পরিমাণ তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর তাকবীরও সে পরিমাণ পাঠ করছি এবং সে পরিমাণ আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং সে পরিমাণ “লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ” পাঠ করছি।

* «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا

خَلَقَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ذٰلِكَ».

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সমতুল্য তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা ভর্তি ও তার সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি জমিনে ও আকাশে যত সৃষ্টিজীব রয়েছে সে পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই পরিমাণ যা তার কিতাব হিসাব করেছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল কিছুর সংখ্যা পরিমাণ। আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল বস্তু ভর্তি এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাও জ্ঞাপন করছি সে পরিমাণ।

* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَاسْتَبْرَقَهَا وَأَعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلاسِلِهَا وَأَغْلاَلِهَا».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ ও তার ভিতরের স্বাচ্ছন্দের সকল বস্তু কামনা করছি এবং তোমার নিকট জাহান্নাম ও তাতে জিঞ্জিরাবদ্ধ হওয়া ও তাতে আবদ্ধ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

* «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلاَمِي، وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَنِيَتِي، وَلاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ وَالْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ، وَالْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ إِلَيْكَ بِذَنْبِهِ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শ্রবণকারী, আমার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত, তুমি আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছুই জান, আমার কোন কিছুই তোমার কাছে গোপনীয় নয়। আমি অসহায় অভাবী, আমি সাহায্য প্রার্থনাকারী ও মুক্তি কামনাকারী, তোমার ভয়ে কম্পিত, স্বীয় পাপের কথা স্বীকারকারী। আমি তোমার সমীপে অসহায়ের মত প্রার্থনাকারী, তুচ্ছ অপরাধীর মত সবিনয়ে প্রার্থনাকারী, তোমার নিকট আশ্রয় চাই ভীত-সন্ত্রস্থদের চাওয়ার মত এবং দোয়া করি যারা তোমার নিকট ঘাড়, শরীর অবনত ও নাক ধালিস্বাত করে দোয়া করে তাদের মত।

* «اللَّهُمَّ إِنك قُلْتَ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই বলেছ: আর তোমার বলা তো সত্য, তোমরা আমার সমীপে প্রার্থনা করো আমি তা কবূল করব।

* «اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ وَهَذَا

الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ হলো আমার প্রার্থনা আর তা কবূল করা তোমার উপর, এ হলো আমার প্রচেষ্টা আর বাস্তবে রূপ দিয়ে তা পূর্ণ করা তোমার উপর, অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ সামাধা করার কারো ক্ষমতা তোমার সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ».

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত অবতীর্ণ কর, যেমনভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছিলে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্‌ সালাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়

তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত দান কর যেমনভাবে বরকতময় করেছিলে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্‌ সালাম) ও তাঁর বংশধরকে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।